রাঁচি, বুধবার

15:11:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>039 >>28 Kartik 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৩৯ >> << ২৮শে, কার্ত্তিক ১৪৩০>>

ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের আকস্মিক প্রত্যাবর্তন

লন্ডন ঃ সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন সোমবার (নভেম্বর ১৩) পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিয়োগ পেয়ে আকস্মিকভাবে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যুক্তরাজ্যের রক্ষণশীল সরকারে বড়সড় এই রদবদলের অংশ হিসেবে বিতর্কিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্রেভারম্যানকে বরখাস্ত করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক তার ক্যাবিনেট রদবদলে ফিরিয়ে এনেছেন ক্যামেরনকে, যিনি ২০১০-২০১৬ সালে যুক্তরাজ্যের সরকারকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সুনাক সরিয়ে দিয়েছেন ব্রেভারম্যানকে, যিনি ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীদের প্রতি নমনীয় হওয়ার জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন। স্বরাষ্ট্র দফতরে তার জায়গায় নিয়োগ করা হয়েছে জেমস ক্লেভেরলিকে, যিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ক্যামেরনের নিযুক্তি অভিজ্ঞ রাজনীতি পর্যবেক্ষকদের অবাক করেছে। সংসদের সদস্য নন, এমন একজনকে মন্ত্রীসভার সিনিয়র পদে নিয়োগ বিরল ঘটনা। কোনও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটে যোগ দিলেন, এমন ঘটনাও কয়েক দশক পরে ঘটলো।

বাজার দর

SENSEX : 64933.87 -325.58
NIFTY : 19443.55 -62.00

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
26.00 °c	13.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .03 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .02 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সান ফ্রান্সিসকোতে এপিইসি সম্মেলন বিশ্বনেতা ও ইসরাইলহামাস যুদ্ধের নিন্দায় সরব বিক্ষোভকারীরা

সান ফ্রান্সিসকোঃ কর্পোরেট মুনাফা, পরিবেশের অপব্যবহার, কাজের খারাপ পরিবেশ ও ইসরাইলহামাস যুদ্ধের বিরোধিতা করে রবিবার সান ফ্রান্সিসকোর নগরকেন্দ্রে বিক্ষোভ করেছে সক্রিয়বাদীরা। এই শহরে একটি বৈশ্বিক বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যেখানে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ প্রায় দুই ডজন দেশের নেতারা যোগ দেবেন। এই সম্মেলনের বিরোধিতা করে ঐক্যবদ্ধ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন বিক্ষুব্ধ সক্রিয়বাদীরা। এই সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এশিয়াপ্যাসিফিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বা এপিইসি নেতাদের শীর্ষ সম্মেলন। ধারণা করা হচ্ছে, সপ্তাহ জুড়েই এই সম্মেলন ঘিরে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে কয়েকশ' আন্তর্জাতিক সাংবাদিকসহ ২০ হাজারের বেশি মানুষ সমবেত হতে পারেন। ১০০টির বেশি তৃণমূল স্তরের সংগঠন নিয়ে গঠিত 'নো টু এপিইসি' জোট বলেছে, এপিইসি শীর্ষ সম্মেলনে, শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে শোষণ করে, এমন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে। মস্কোন সেন্টার কনফারেন্স হল এবং অন্যান্য সম্মেলন স্থান ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করা হয়েছে। সেখানে শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারীরা যাওয়ার সুযোগ পাবেন। আর, বিশ্বনেতারা হয়তো এই বিক্ষোভের আঁচ অনুভব করতে পারবেন না। তবে, ফিলিস্তিনি যুব আন্দোলনের সংগঠক সুজান আলি বলেন, হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরাইলকে অস্ত্র সরবরাহ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা উচিৎ। তিনি আরো বলেন, আমরা সক্রিয় আছি ও একসঙ্গে মিছিল করছি। তারপরও যদি তারা আমাদের দেখতে না পান, তাহলেও তারা জানবেন, আমরা এখানে আছি। সান ফ্রান্সিসকোতে সরব ও জোরালো বিক্ষোভের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছ। ১৯৯৯ সালে একটি বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনের সম্মেলনের সময় লক্ষাধিক বিক্ষোভকারী সিয়াটলের রাস্তায় নেমে এসেছিলো।

মিয়ানমার জান্তার বিরুদ্ধে নতুন ফ্রন্টে হামলা, ভারতে পালাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ

সিটওয়ে ঃ ১৩ নভেম্বর সোমবার জাতিগত সংখ্যালঘু বিদ্রোহী গোষ্ঠী মিয়ানমারে নিরাপত্তা পোস্টে হামলা চালায় বলে জানিয়েছে ওই অঞ্চলে বাসিন্দা, বিদ্রোহী এবং একজন কর্মকর্তা। দুটি নতুন ফ্রন্টে লড়াই শুরু হয়, হাজার হাজার মানুষ নিরাপত্তার জন্য প্রতিবেশী ভারতে পাড়ি জমায়।

মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ২০২১ সালের অভ্যুত্থানে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সবচেয়ে বড় পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে। তিনটি জাতিগত সংখ্যালঘু বাহিনী অক্টোবরের শেষের দিকে একটি সমন্বিত আক্রমণ শুরু করে কিছু শহর এবং সামরিক পোস্ট দখল করে। সেনা নিয়োগকৃত প্রেসিডেন্ট গত সপ্তাহে বলেন, বিদ্রোহের ব্যাপারে অকার্যকর প্রতিক্রিয়ার কারণে আয়তনে ফ্রান্সের সমান দেশটি ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। জেনারেলরা বলছেন, তারা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন।

তিনটি সহযোগী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে একটি হলো আরাকান আর্মি (এএ), যারা পশ্চিম মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়াই করছে। তারা প্রায় ২০০ কিলোমিটার (১২৪ মাইল) দূরে রাথেদাউং এবং মিনবিয়া এলাকার পোস্টগুলো দখল করেছে। এএর মুখপাত্র খাইন থু খা একথা জানান। রাথেদাউং-এর একজন বাসিন্দা বলেন, সোমবার ভোরের আগে গুলির শব্দ শোনা গিয়েছিল এবং কয়েক ঘণ্টার আর্টিলারি বোমাবর্ষণের পরে সেনাবাহিনীকে ওই এলাকায় প্রবেশপথ অবরোধ করতে দেখা যায় এবং তারা প্রশাসনিক ভবন নিরাপদ করে। ভারতীয় একজন কর্মকর্তা এবং হামলার বিষয়ে জ্ঞাত দুটি সূত্র জানায়, ভারতের সীমান্তবর্তী চিন রাজ্যেও যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিদ্রোহীরা দুটি সামরিক শিবিরে হামলা চালায়। মিয়ানমার সীমান্তের একটি জেলার ডেপুটি কমিশনার লালরিনছনা বলেন, মিয়ানমার থেকে প্রায় ৫ হাজার মানুষ লড়াই থেকে বাঁচতে এবং আশ্রয় নিতে ভারতের মিজোরাম রাজ্যে প্রবেশ করেছে। চিন রাজ্যে বছরের পর বছর ধরে মূলত শান্তি বিরাজমান ছিল। ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পরে হাজার হাজার বাসিন্দা সামরিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়ে তীব্র লড়াই করে। সর্বসাম্প্রতিক যুদ্ধের বিষয়ে মন্তব্য চেয়ে বার্তা পাঠানো হলে মিয়ানমার জান্তার একজন মুখপাত্র তাৎক্ষণিকভাবে সেটির জবাব দেননি।

গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতালে আর চিকিৎসা দেয়া যাচ্ছে না ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান

গাজা ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক বলেছেন, গাজার বৃহত্তম হাসপাতাল এখন আর কাজ করছে না।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, গাজার হাসপাতাল থেকে রোগীদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে বাধা দিচ্ছে হামাস। জেনারেটরের জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায়, শিফা হাসপাতালে চারজন রোগী এবং একটি অকালে জন্ম নেয়া শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গাজার বৃহত্তম হাসপাতালে হামলার পর হাজার হাজার মানুষ উত্তর গাজা ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

মৃতের সর্বসাম্প্রতিক সংখ্যা ঃ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার সময় ইসরাইলে ১২০০ জন নিহত হয়। আর, হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, গাজায় ১১ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম ঘেব্রেয়েসাস বলেছেন, গাজার শিফা মেডিকেল সেন্টার এখন আর হাসপাতাল হিসেবে কাজ করছে না। আর,গাজার এই বৃহত্তম হাসপাতালের পরিস্থিতি এখন ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। হোয়াইট হাউজের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সালিভান সিবিএস নিউজের ফেস দ্য নেশন অনুষ্ঠানে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র হাসপাতালগুলোতে গোলাগুলি দেখতে চায় না। কেননা, সেখানে নিরাপরাধ মানুষ ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণকারী রোগীরা ক্রসফায়ারের মধ্যে পড়ছেন। আর, এবিষয়ে ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাথে আমাদের কার্যকর আলাচনা হয়েছে। নেতানিয়াহু সিএনএনকে বলেন, জিম্মিদের মুক্ত করার জন্য আমরা যা করতে পারি তা করছি...এবং অনেক কিছু বলতেও পারছি না। এই ইসরাইলি নেতা, যুদ্ধ শেষে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের গাজা এবং পশ্চিম তীর অঞ্চল পরিচালনা করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন। শনিবার নেতানিয়াহু তার মত পুনর্ব্যক্ত করেন যে, বেসামরিক মানুষের মৃত্যু এবং আহতদের দায় হামাসের ওপর বর্তায়। তিনি তার দীর্ঘদিনের অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সন্ত্রাসী হিসেবে ঘোষিত এই গোষ্ঠী গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের মৃতের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে এখন ১১ হাজারের

আরব সাগরে চীন এবং পাকিস্তানের যৌথ নৌ মহড়া

করাচি (এজেন্সী) ঃ চীনের সঙ্গে আরব সাগরে সপ্তাহব্যাপী নৌ মহড়ার আয়োজন করেছে পাকিস্তান। কর্মকর্তারা সোমবার জানিয়েছেন, সামুদ্রিক নিরাপত্তাগত হুমকি মোকাবিলা ও শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে যৌথ কার্যনির্বাহী সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এই মহড়া। আরব সাগরের উত্তরাঞ্চলের জল ও আকাশসীমায় ও করাচির নৌ ঘাঁটিতে শনিবার মহড়া শুরু করেছিল এই দুই প্রতিবেশী দেশ। এই মহড়া শেষ হবে ১৭ নভেম্বর। চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সোমবার বলেন, সাবমেরিন প্রতিরোধী যৌথ মহড়া দেবে এই দুই নৌবাহিনী। তিনি উল্লেখ করেন, চীন ও পাকিস্তান তাদের প্রথম যৌথ সামুদ্রিক টহলদারি পরিচালনা করবে। এই মন্ত্রক জানিয়েছে, নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসকারী জিবো, নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র রণতরী জিংঝৌ ও লিনি এবং পিপলস লিবারেশন আর্মির (পিএলএ) মেরিন কোর ইউনিটসহ বেশ কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিন এই সী গার্ডিয়ানথ্রি-এ মহড়ায় অংশ নিচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পাকিস্তানের নৌবাহিনী বলেছে, এই প্রক্রিয়া চলাকালে দুই দেশ যৌথভাবে উন্নত স্তরের মহড়া ও নৌ কৌশল পরিচালনা করবে। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মূল লক্ষ্য হল ভারত মহাসাগরে আধুনিক ঐতিহ্যবাহী ও অপরম্পরাগত হুমকি বিষয়ে পেশাদারি অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া সেই সঙ্গে দুই বাহিনীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা ও আন্তঃকার্যাবলি বৃদ্ধি করা। পিএলএ নৌ ঘাঁটির কমান্ডার ও এই প্রক্রিয়ার সাধারণ অধিকর্তা লিয়াং ইয়ংকে উদ্ধৃত করে চীনের সরকারি মিডিয়া বলেছে, পাকিস্তানের সঙ্গে সব মরসুমের জন্য কৌশলী সহযোগিতা বৃদ্ধি করা ও প্রতিরক্ষাগত সহযোগিতাকে জোরালো করাই তাদের লক্ষ্য।

বিরসা জয়ন্তী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঝাড়খন্ডের রাজধানী রাঁচিতে এলেন

বিরসার জন্মস্থান খুঁটির উলিহাতুতে জনজাতীয় গৌরব দিবসে অংশগ্রহণ করবেন

রাচি ঃ রাত ৯.৩০এ ঝাড়খন্ডের রাজধানী রাঁচিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নামেন। ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ও গর্ভনর সীপী রাধাকৃষ্ণন তাঁকে সংবর্ধনা জানান। রাঁচিতে প্রধানমন্ত্রী রোড শো করেন। হিনু চক স্থিত বিজেপি অফিসের কাছে তিনি দাঁড়ান ও জনগণের সাথে সাক্ষাত্ করেন। জনগণ তাঁহার উপর পুষ্প বৃষ্টি করে।১৫ নভেম্বর ৯.৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী ভগবান বিরসা মেমোরিয়াল পার্ক ও সাধীনতা সেনানী সংগ্রহালয় পরিদর্শন করবেন। এর পর তিনি বিরসা জন্মস্থান খুঁটির ওলিহাতু যাবেন। সেখানে ভগবান বিরসার প্রতিমায় পুষ্পার্ঘ দেবেন। শ্রী মোদী খুঁটিতে ১১.৩০ মিনিটে জনজাতীয় গৌবর দিবস অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। এবপর বিকসিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও জনজাতীয় সমুহ মিশনের শুভারম্ভ করবেন। শ্রী মোদী প্রধানমন্ত্রী কিসান যোজনার ১৫তম কিস্তি দেবেন। প্রধানমন্ত্রী ঝাড়খন্ডের কয়েকটি যোজনার উদ্ঘাটন, শিলান্যাস ও কয়েকটি পূর্ণ হওয়া যোজনাকে রাষ্ট্রকে সমর্পিত করবেন। জনতার মধ্যে ওনার ঝাড়খন্ডের আসা নিয়ে অনেক উৎসাহ। রোডশোতে কয়েক হাজার লোক প্রধানমন্ত্রীকে হাত নেড়ে অভিবাদন করেন।

सत्यमेव जयते

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर

श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

का झारखण्ड की पावन धरती पर
हार्दिक अभिनंदन और जोहार

15 नवम्बर, 2023

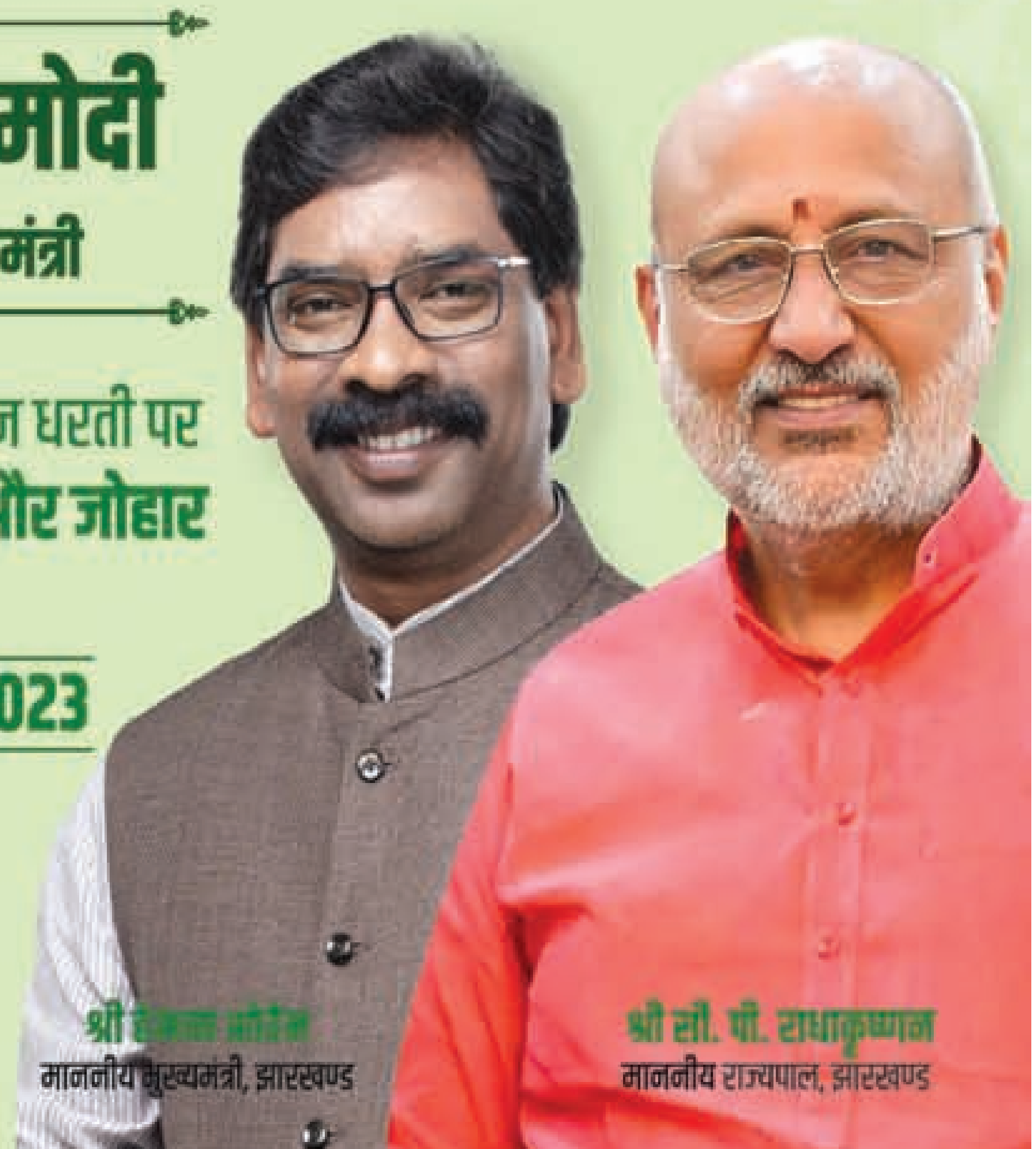

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

টুকরো খবর

অন্য গ্রহ থেকে আসা কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা সিরিয়াস রাজনীতিবিদ নন মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

কংগ্রেসে নেতাদের যাওয়াআসা চলতে থাকবে, এর ফলে দলে কোনো প্রভাব পড়বে না বলে মন্তব্য সভাপতি ভূপেন বরার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ কংগ্রেসের নগাঁও জেলার প্রাক্তন সভাপতি সুরেশ বরা এবং যুব কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি প্রত্যুষ রায় আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্য বিজেপিতে যোগদান করার পর রাজ্যের শাসকবিরোধী পক্ষের বাগবিতণ্ডা এক নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তবে নেতাদের কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান নিয়ে দলটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর তোয়াক্কা করছেন না কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন কংগ্রেসে নেতাদের যাওয়াআসা চলতে থাকবে। এর ফলে দলে কোনো প্রভাব পড়বে না। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা সিরিয়াস রাজনীতিবিদ নন বলে আখ্যা দিয়ে তিনি অন্য গ্রহ থেকে এসেছেন বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। প্রসঙ্গত কংগ্রেসের দুই নেতা আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্য বিজেপিতে যোগদান করার পর এই বিষয়টির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সরব হয়ে উঠে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। এই যোগদান সংক্রান্তে তিনি বলেছেন সম্প্রতি কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা এবং দলটির নেতারা বড় বড় কথা বলছিলেন ভূমিকম্প হবে। বহু নেতারা কংগ্রেসের যোগদান করবেন। উল্টো কংগ্রেস দলেই ভূমিকম্প হয়ে গেছে। তাদের দলের দুইজন নেতা বিজেপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছেন। ফলে ভূমিকম্প বিজেপিতে হয়নি বরং কংগ্রেসে হয়েছে। এই ভূমিকম্প অব্যাহত থাকবে। ভূমিকম্পের প্রাবল্য আরো বাড়বে এবং বিজেপি সেই হিসেবে শক্তিশালী হতে থাকবে বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা সোমবার ফের এই একই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা সিরিয়াস রাজনীতিবিদ নন। তিনি যেন অন্য গ্রহ থেকে এসেছেন। কংগ্রেস থেকে নেতারা বিজেপিতে যোগদান করছেন অথচ তিনি এর তোয়াক্কা করেন না বলে মন্তব্য করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া থেকে ভিন্ন মতামত পোষণ করছেন। কংগ্রেস সভাপতি এই বিষয়ে তোয়াক্কা না করলেও বিজেপি ছেড়ে যদি একজনও চলে যায় তাহলে তার অনেক দুঃখ লাগে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন এভাবে দলীয় নেতাদের দল ত্যাগের বিষয়টি কোনভাবে মেনে নেওয়া যায় না। তবে কংগ্রেস সভাপতি এক্ষেত্রে যায় আসে না। তিনি এমন ভাব দেখান যেন অন্য গ্রহ থেকে এসেছেন। এর ফলে এটা বোঝা যায় যে ভূপেন বরা সিরিয়াস রাজনীতিবিদ নন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। তবে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা আজও নিজের স্থিতিতে অটল রয়েছেন। তিনি বলেছিলেন ভূমিকম্প নয় ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের পর প্রলয়ের সৃষ্টি হবে। তাছাড়া ২০২৪ নির্বাচনের ফলাফল কি হতে চলেছে সেটা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করবেন। রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ১৫ টি রাজনৈতিক দল সর্বশক্তি দিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ফলে স্বাভাবিকভাবে বিজেপির অবস্থা শোচনীয় হয়ে যাবে। কংগ্রেস এবং বিরোধী ঐক্য মঞ্চের লড়াইয়ে বিজেপি ত্রাহী মধুসূদন দেখবে। তবে কংগ্রেসের থেকে দুই জন নেতা দলত্যাগ করলে সেক্ষেত্রে ক্ষতি হবেনা সেটা তিনি বলতে চাইছেন না। তবে কংগ্রেসে দলে নেতাদের আসাযাওয়া অব্যাহত থাকবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তিনি। এবার ফের একই ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা সোমবার ফের বলেন দল থেকে না তাদের চলে যাওয়ার ঘটনা এর আগে কংগ্রেসে বহুবার ঘটেছে। এক্ষেত্রে তিনি মুরার্জি দেশাই, ভিপি সিংহ, চন্দ্রশেখর প্রমুখ নেতাদের নাম উল্লেখ করেছেন। এমনকি অরুণাচল প্রদেশের দর্জি খান্‌ডু, মেঘালয়ের পিএ সাংমা সম্পূর্ণ কেবিনেট নিয়ে অন্য দলে যোগদান করেছিলেন। ফলে কংগ্রেস থেকে অন্য দলে চলে যাওয়ার ঘটনা এটা নতুন নয়। এই ধরনের ঘটনা এর আগেও দল প্রত্যক্ষ করেছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। তাছাড়া তিনি বলেন আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্র করে তার বহু কাজ রয়েছে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস ১৫ টি দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করেছে। অন্যদিকে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থী রয়েছেন। ফলে এই বিষয়গুলো সিজিল করতে অনেক সময় প্রযোজন। ফলে লোকসভা নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ভাবছেন না। অসম এবং রাজ্যবাসী নিয়ে তিনি ভাববেন। তবে তার কথা ভাবার জন্য দলের হাইকমান্ডকে বলা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। কংগ্রেসের নেতা অন্য দলে যোগদান করার ক্ষেত্রে সভাপতি তোয়াক্কা না করলেও বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া এই সংক্রান্তি ভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন দল থেকে নেতা অন্য দলে যোগদান করলে সেটা কংগ্রেসের ক্ষতি। তাছাড়া দল ত্যাগ করার ক্ষেত্রে কারণ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে তিনি জনসমক্ষে কিছু বলতে চাইছেন না। তবে সভাপতি দলের এক্সিকিউটিভ মিটিং আহ্বান করলে এই বিষয়টি নিয়ে তিনি বিস্তারিত মতামত তুলে ধরবেন বলে উল্লেখ করেছেন বিধায়ক তথা বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। একই ধরনের মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডল। তিনি বলেন দলত্যাগ করে নেতারা চলে যাওয়া সব সময় কংগ্রেসের জন্য ক্ষতিকারক। অন্যদিকে এআইইউডিএফ বিধায়ক রফিকুল ইসলাম বলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা যদি বলছেন যে ১২ কোটি টাকার ঠেকার জন্য নগাঁও জেলার প্রাক্তন সভাপতি সুরেশ বরা বিজেপিতে যোগদান করেছেন। তাহলে ২৪-৩০ কটি কিংবা ১০০ কোটি টাকার ঠেকা দিলে ভূপেন বরা হয়তো বিজেপিতে যোগদান করবেন। একটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি যদি ১২ কোটি টাকার ঠেকার জন্য বিজেপিতে যোগদান করতে পারেন তাহলে এর থেকে বেশি টাকার অংক হলে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতিও দল ত্যাগ করবেন। এর আগেও কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি দল ত্যাগ করার মত ঘটনা সংগঠিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন এআইইউডিএফ বিধায়ক রফিকুল ইসলাম। এদিকে বরাক উপত্যকার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া বলেন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের ৫-৬ জন বিধায়কের বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্পাদকীয়

কিছু ইহুদিদের অবস্থান ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিপক্ষে ও ফিলিস্তিনের পক্ষে

ইহুদিদের জন্য নিজস্ব আলাদা ভূখণ্ডের ধারণা থেকে জন্ম হয়েছিল ইসরায়েল রাষ্ট্রের। ইহুদিদের অস্তিত্ব আর অধিকারের প্রেক্ষাপটে ইসরায়েলের জন্ম হলেও এমন অনেক ইহুদি আছেন যারা ইসরায়েল রাষ্ট্রের সমর্থন করেন না। আর এর পেছনে রয়েছে বেশ কিছু কারণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইহুদি বিরোধিতা প্রতিরোধ করা এবং ‘ফিলিস্তিন’ ভূখণ্ডে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুরু হয়েছিল এক ইহুদিবাদ আন্দোলনের যেটা জায়োনিসম বা জায়নবাদ হিসেবে পরিচিত। যদিও ইহুদিবাদ আর জায়নবাদ বিষয়টি এক নয়। হিব্রু বাইবেলে জিওন শব্দটি দিয়ে জেরুজালেমকে বোঝানো হয়। আর জায়নবাদ মূলত ইসরায়েল রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান নির্দেশ করে। বর্তমানে ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের সুরক্ষা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে জায়োনিস্ট বলা হয়। অন্য ধর্মের কেউ এই ধারণায় বিশ্বাস করলে সেও জায়োনিস্ট। অপরদিকে ইসরায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিরোধিতা যারা করেন তাদেরকে অ্যান্টি জায়োনিস্ট বলা হয়।

তারা ইসরায়লি দখলদারির বিরোধিতা করেন এবং দেশটির সরকারের নীতির সমালোচনা করেন। অ্যান্টি জায়োনিস্টদের অনেক সময় ইহুদি-বিরোধী হিসেবেও দেখা হয়, বিশেষত ইসরায়েল জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রের সমর্থনে যারা থাকেন তারা অনেক সময় সেভাবে দেখাতে চান। যদিও ইহুদিবিদ্বেষ বা ইহুদিবিরোধী ঘৃণা ছড়ানোর বিষয়টি অ্যান্টি সেমিটিসম হিসেবে পরিচিত। অ্যান্টি সেমিটিসম সরাসরি ইহুদিবিদ্বেষ আর অ্যাটিজায়োনিসম হচ্ছে ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিরোধিতা। ইহুদি বিদ্বেষের প্রেক্ষাপটেই জায়নবাদ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অনেকে মনে করেন ইসরায়েলের সরকার তাদের সমালোচনাকারীদের ইহুদিবিদ্বেষী বা অ্যান্টি সেমিটিক হিসেবে দেখাতে চান। যদিও রাষ্ট্রের ধারণার বিরোধিতা আর ইহুদি ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ এক বিষয় না। জায়নবাদ বা ইহুদি রাষ্ট্রের ধারণায় বিশ্বাসী এমন ইহুদিও আছে যারা সরকারের দখলদারির নীতি সমর্থন করে না। ইহুদিদের মধ্যেই ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেন তেমন চিন্তাধারার অনেকে আছেন। এর মাঝে যেমন বামপন্থীরা রয়েছেন তেমন আছেন কট্টর ইহুদি মতাদর্শে বিশ্বাসীরাও। যেমন ইসরায়েলগাজার সাম্প্রতিক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১৮ই অক্টোবর আমেরিকার ক্যাপিটল হিলে ফিলিস্তিনিদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে শত শত ইহুদি বিক্ষোভ করেন। সেখানে কিছু মানুষ ফিলিস্তিনের পতাকা উড়িয়ে ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে এমন অভিযোগও তোলে। সেখান থেকে আমেরিকার পুলিশ সেদিন কমপক্ষে ৩০০ জনকে আটকও করে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল মূলত ‘জিউইশ ভয়েজ ফর পিস’ বা ‘শান্তির জন্য ইহুদি কণ্ঠ’ নামের একটি জায়নবাদবিরোধী সংগঠন। জায়নবাদ যেভাবে ফিলিস্তিনের মানুষের ক্ষতির কারণ হয়েছে সেটার বিপক্ষে অবস্থান তাদের। সংগঠনটির ওয়েবসাইটে তারা উল্লেখ করে যে জায়নবাদ আসলে ইহুদিদের মাঝেও বিদ্বেষ ও বৈষম্য সৃষ্টি করে। যারা জায়নবাদ বিরোধী তাদের মূল বক্তব্য হিংসাবিদ্বেষ বা হানাহানির বিপক্ষে। ইসরায়েল সরকারের ফিলিস্তিনি ভূমি দখলকেও ভালো চোখে দেখে না তারা। তারা মনে করে জায়নবাদের ধারণা এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে যাতে মনে হয় যারা ইসরায়েলের সমালোচনা করে তারা ইহুদি ধর্মের প্রতি অনুগত না বা তারা ইহুদিবিরোধী। যদিও ইহুদিদের মধ্যে ইসরায়েল রাষ্ট্রের পক্ষের দিকটাই বেশি। বামপন্থী ছাড়াও অনেক অতি কট্টরপন্থী ইহুদিরাও ইসরায়েল রাষ্ট্রের ধারণার সাথে একমত নন। বিশেষত হারেদি গোষ্ঠীরা এর মধ্যে পড়ে যারা কঠোরভাবে ইহুদি ধর্মের রীতিনীতি পালন করেন। কট্টর ইহুদিদের মধ্যে কিছু অংশ আধুনিক সমাজব্যবস্থা অনেকটা গ্রহণ করলেও অতিকট্টর বা আলট্রাঅর্থোডিক্স ইহুদিরা পুরোপুরি আদিধর্মের অনুসারী।

‘কারার ওই লৌহ কপাট’ গান নিয়ে বিতর্কে ক্ষমা প্রার্থনা নির্মাতাদের

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বহুল পরিচিত গান ‘কারার ওই লৌহ কপাট’ একটি হিন্দি সিনেমায় ব্যবহার নিয়ে ভারত আর বাংলাদেশে ব্যাপক বিতর্কের মুখে নির্মাতারা ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। যদিও তারা এটাও উল্লেখ করেছে যে সিনেমায় গানটি ব্যবহারের লিখিত চুক্তি করেছিল কবির পরিবারের সঙ্গে।

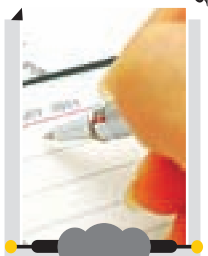

অমিতাভ ভট্টশালী
প্রাবন্ধিক

অস্কারজয়ী এ আর রহমানের সংগীত পরিচালনায় যেভাবে গানটি এখন উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতেই আপত্তি তুলেছে নজরুল পরিবার ও বহু সাধারণ মানুষ। বিতর্ক তৈরি হওয়ার পরে কবি পরিবারের মধ্যে থেকে দাবি উঠেছে, যে চুক্তি অনুযায়ী গানটি সিনেমায় ব্যবহার করা হয়েছে, তা প্রকাশ করা হোক। যে হিন্দি ছবিতে গানটি ব্যবহৃত হয়েছে, ‘পিপ্পা’ নামের সেই সিনেমাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক সদস্যকে কেন্দ্র করে সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে। সিনেমাটির সংগীত পরিচালনা করেছেন অস্কারজয়ী সংগীত পরিচালক এআর রহমান। কিন্তু কথা ঠিক রাখলেও গানটির আসল সুর বদল করায় এ নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

বিতর্ক শুরু হওয়ার পর সোমবার প্রথমবারের মতো তাদের বিবৃতি দিয়েছে সিনেমাটির প্রযোজকরা।

প্রযোজকদের তরফে একটি স্বাক্ষরবিহীন বিবৃতি পোঁছিয়েছে সংবাদ মাধ্যমের কাছে, যেখানে তারা লিখেছে যে তারা গানটিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে, তা যদি ভাবাবেগে আঘাত দিয়ে থাকে অথবা অনিচ্ছাকৃত পীড়া দিয়ে থাকে, তাহলে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেও তারা কিন্তু এটা উল্লেখ করছে যে পরিবারের কাছ থেকে যথাযথ অনুমতি নিয়ে, লিখিত চুক্তি করেই তারা গানটি ব্যবহার করেছিল।

তারা এও লিখেছে যে তারা যেভাবে গানটিকে উপস্থাপন করেছে, সেটি ছিল একটা আন্তরিক শৈল্পিক প্রচেষ্টা, যার জন্য কাজী নজরুল ইসলামের পরিবারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ‘অ্যাডাপ্টেশন রাইট’ (অর্থাৎ ছবির প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করার স্বত্ব) নেওয়া হয়েছে।

কবি নজরুল ইসলামের পরিবার অভিযোগ করেছে, তাদের কাছ থেকে গান ব্যবহারের অনুমতি নেয়া হলেও যেভাবে সুর বদল করা হয়েছে, সেই অনুমতি তারা দেননি। সম্ভব হলে গানটি তারা ওই সিনেমা থেকে বাদ দিয়ে দেয়ারও দাবি করেছেন।

প্রসঙ্গত, গানটির কথায় ‘কপাট’ শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও ১৯৪৯ সালে যে প্রথম রেকর্ড বেরিয়েছিল, সেখানে শব্দটি ছিল ‘কবাট’। এক নজরুল গবেষক অবশ্য বলছেন কবি ঠিক কী লিখেছিলেন, তা জানার উপায় নেই, কারণ তার হাতে লেখা কবিতাটি সংরক্ষণ করা নেই।

গবেষক অর্ক দেবের কথায়, ২৫ বছর গানটি গণস্মৃতিতে ছিল। সেকারণে কপাট ও কবাট দুটোই রয়েছে। একটা অন্যটার অপভ্রংশ, আর তা ভাষার মান্য ঘটনাই।

যে হিন্দি ছবিতে গানটি ব্যবহৃত হয়েছে, ‘পিপ্পা’ নামের সেই সিনেমাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক সদস্যকে কেন্দ্র করে সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে। সিনেমাটির সংগীত পরিচালনা করেছেন অস্কারজয়ী সংগীত পরিচালক এআর রহমান।

বহুল প্রচলিত ওই গানটি সিনেমায় ব্যবহারের জন্য ২০২১ সালে প্রযোজনা সংস্থা ও কবির পুত্রবধূ কল্যাণী কাজীর মধ্যে চুক্তি হয়েছিল। বিনিময়ে পরিবার দুই লক্ষ টাকা রয়্যালটিও পেয়েছিল।

তবে তার পরিবার বলছে ওই চুক্তি অনুযায়ী কখনই কাজী নজরুলের গানটির সুর ‘বিকৃত’ করার অনুমোদন দেওয়া হয় নি।

কবির পুত্রবধূ কল্যাণী কাজী এবছর মে মাসে মারা গেছেন।

ওই চুক্তিতে সাক্ষী হিসাবে আমি ছিলাম, কিন্তু সেখানে কোনভাবেই সুর বা কথা বদলানোর অনুমতি আমার মা দেন নি, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন কবি নজরুলের নাতি ও কল্যাণী কাজীর ছেলে কাজী অনির্বাণ।

কাজী অনির্বাণ বিবিসিকে জানিয়েছিলেন, বছর দুয়েক আগের ওই চুক্তির কথা আমাদের মাথাতেও ছিল না। ইতিমধ্যে মা মারা যান এ বছরের ১২ই মে। হঠাৎই কয়েকদিন আগে প্রযোজনা সংস্থা থেকে আমাকে গানটির লিঙ্ক পাঠিয়ে শুনে নিতে অনুরোধ করা হয়। আমি তো গানটার উপস্থাপনা শুনে আকাশ থেকে পড়ি, এটা কী করেছেন এআর রহমান!

তিনি বলেন, মা ভেবেছিলেন এআর রহমানের মতো বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক গানটা ব্যবহার করলে তা বিশ্বব্যাপী একটা প্রচার পাবে। সেজন্যই বিশ্বাস করে দাদুর গানটা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি। এমন কি এটাও বলেছিলেন মা যে, গানটা তৈরি হওয়ার পরে যেন আমাদের শোনানো হয়। এটা স্পষ্টতই চুক্তি ভঙ্গ।

এই বিতর্ক শুরু হওয়ার পর চুক্তিটি প্রকাশের দাবি তুলেছেন নজরুল পরিবারের আরেকজন সদস্য।

কাজী অনির্বাণের বোন, কবি নজরুলের নাতনি অনিন্দিতা কাজী যুক্তরাষ্ট্র থেকে টেলিফোনে জানিয়েছেন, এরকম একটা যে চুক্তি যে হয়েছিল, এআর রহমানের মতো একজন সঙ্গীত পরিচালক দাদুর গান নিয়ে কাজ করবেন, এত বড় খবরটা মা বা দাদারা কেউ আমাকে গত দুবছরে জানালেন না! মায়ের যে ছাত্রীদের সঙ্গে সব কিছু শেয়ার করতেন, তাদেরও মা কিছু জানালেন না! এটাই আমাকে অবাক করছে।

ওই চুক্তিটা প্রকাশ কেন করছেন না আমার দাদা? চুক্তিটা সামনে এলেই তো স্পষ্ট হয়ে যাবে সব কিছু। দাদুর গানের সুর বদল করার বা ‘রিক্রিয়েট’ করার অনুমোদন দেবেন আমার মা, এটা অবিশ্বাস্য, বলছিলেন অনিন্দিতা।

সুর বদলের প্রতিবাদ করেছেন কাজী নজরুল ইসলামের ঢাকায় বসবাসরত নাতনি খিলখিল কাজীও।

তিনি বাংলাদেশের গণমাধ্যমকে বলেছেন, যেভাবে এআর রহমান গানটির সুর বদল করেছেন, তা তিনি মেনে নিতে পারছেন না। একে ‘অপরাধ’ হিসাবে তিনি বর্ণনা করেছেন।

কবির পরিবারের সদস্য এবং নজরুল বিশেষজ্ঞরা অস্কার জয়ী সঙ্গীত পরিচালক এআর রহমানের এই কাজকে ইতিহাসের বিকৃতি বলে মনে করছেন।

নজরুল পরিবার বলছে, কবির সৃষ্টি বদলিয়ে দেওয়ার অধিকার কারও নেই।

কবির আরেক পৌত্র কাজী অরিন্দমের কথায়, এআর রহমানের মতো একজন সঙ্গীত পরিচালক এরকম একটা গর্হিত কাজ কী করে করলেন, সেটাই বুঝতে পারছি না। শুধু যে ভাবাবেগে আঘাত তা নয়, কারার ওই লৌহ কপাট তো একটা আন্দোলনসংগ্রাম, যার জন্য আমাদের দাদুকে অনেক মূল্য চোকাতে হয়েছিল, সেই ইতিহাস বিকৃত করে দেওয়া হল।

ভারতের আইন অনুযায়ী, ২০৩৬ সাল পর্যন্ত কাজী নজরুলের সব সাহিত্য কীর্তির কপিরাইট তার পরিবারের হাতে রয়েছে।

নজরুল পরিবারের এখন দাবি, সিনেমায় তাদের পরিবারের প্রতি যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে, সেটা যেন টাইটেল থেকে তুলে নেওয়া হয় আর সম্ভব হলে গানটিকেই বাদ দিয়ে দেওয়া হোক সিনেমা থেকে।

কিন্তু যদি প্রযোজনা সংস্থা চুক্তি ভঙ্গ করে থাকে, সেক্ষেত্রে তারা আইনী ব্যবস্থা নেবেন কী না, তা স্পষ্ট নয়।

কীভাবে সুর দিয়েছেন এআর রহমান?

যে গানটি ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে, তার গোড়ায় কিছুটা লোকসঙ্গীতের যন্ত্রানুষঙ্গ রয়েছে, তারপরেই সমবেত কণ্ঠে, অপরিচিত সুরে গাওয়া হয়েছে কারার ওই লৌহ কপাট গানটিকে।

সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই মন্তব্য করছেন যে গানটির মূল ভাবটাই সম্ভবত ধরতে পারেন নি অস্কার জয়ী সুরকার।

কলকাতার শিল্পী বাবজী সান্যাল বলছেন, এই গানটি অথবা রবীন্দ্রনাথ - নজরুলের গানগুলোর সঙ্গে তো মানুষের ভাবাবেগ জড়িয়ে আছে। মি. রহমান যেভাবে সুর করেছেন, তার সঙ্গে গানটির ইতিহাস, প্রেক্ষিত এগুলো একেবারেই মেলে না। তিনি গানটিকে আধুনিক করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শেষমেশ এই বিখ্যাত গানটির একটি বিকৃত রূপ সামনে এনেছেন। নব্বইয়ের দশকে আধুনিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে অনেকের বিরোধিতার মুখে পড়েছিলেন ঢাকার জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী মাকসুদুল হক। তবে তিনিও সুর বদলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

মাকসুদুল হক বলছেন, কোনও পরিচিত গানের সুরটা ঠিক রেখে কেউ যদি যন্ত্রানুষঙ্গ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে চায় সেটা করতেই পারে। কিন্তু সেই পরীক্ষা করতে গিয়ে যদি সুরটা ধ্বংস হয়ে যায়, তাতে মানুষের কাছে আপত্তিকর মনে হতেই পারে।

সিনেমার গানটি ইউটিউবে আপলোড হতেই এ নিয়ে ভারত আর বাংলাদেশের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীরা সঙ্গীত পরিচালক এআর রহমানের তুমুল সমালোচনা শুরু করেছেন।

বেশিরভাগই তাকে দুষছেন বহুল প্রচলিত সুরটি বদলিয়ে ফেলার জন্য। আবার গানটি গেয়েছেন যে বাঙালী শিল্পীরা, তাদেরও দোষারোপ করা হচ্ছে।

গায়িকা ফাহমিদা নবী লিখেছেন, ‘‘এ আর রহমান নিজেই গুনি সুরকার।নিজের সুরে অন্য কথায় ছবির প্রয়োজনের গান করতেই পারতেন। সঠিক সুরে গানটি ব্যবহার করতে পারতেন।আমাদের জাতীয় কবির প্রতি এই অসম্মানের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’’

লেখিকা তামান্না ফেরদৌস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে লিখেছেন, ‘‘এ আর রহমানের সুর করা লৌহ কপাট গানটা শুনে মনে হলো, এই গান এবং এই গানের সাথে জড়িয়ে থাকা বাঙালির আবেগ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই কিংবা থাকলেও উনি সেভাবে আমলে নেননি। একজন অস্কার বিজয়ী শিল্পীর কাছ থেকে এই ধরনের উদ্ধতপূর্ণ অপেশাদার আচরন কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।’’

‘‘উনার অবশ্যই তার এই অপেশাদার আচরনের জন্য পুরো বাঙালি জাতির কাছে ক্ষমা এবং দুঃখ প্রকাশ করা উচিৎ।’’

নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস আরা টেলিভিশন চ্যানেল আইকে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘‘নতুনের কাজ নতুন কিছুই হবে, এটি যদি একধরনের ফিউশনও হতো, তাতেও আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু গানটি এতটাই আলাদা, হঠাৎ করে সুর শুনলে বুঝবোই না এটা কোন গান ছিল। আইডেন্টিফিনেশনের যদি সমস্যা হয়ে যায়, তাহলেই প্রশ্ন এসে যায়।...নজরুলের গান নিয়ে তিনি কাজ করে, এর চেয়ে ভালোলাগার কিছু ছিল না। যখন গানটির কথা ঠিক ছিল নজরুলের ভাষায়, সুর হয়ে গেছে আলাদা কিছু, এখানেই যত সমস্যা।’’

তবে ভিন্ন মতও দেখা যাচ্ছে একটু খোঁজ করলে। এই অংশটির কারও কাছে এআর রহমানের দেওয়া সুরটি খারাপ লাগে নি, কেউ বলছেন শিল্পীর স্বাধীনতা আছে যে কোনও গান নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর।

কলকাতার এক ফেসবুক ব্যবহারকারী ও সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী যেমন উদাহরণ দিয়েছেন ‘দিনের শেষে ঘুমের দেশে’ রবীন্দ্রসঙ্গীতটির সুর তো দিয়েছিলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক! তিনি লিখেছেন, অসুবিধা কোথায়? একটা ভালো লেগেছে, একটা লাগেনি। ব্যাস। খারাপ লাগলে শুনবেন না। নজরুলের লেখা কবিতায় কেউ নতুন করে সুর চাপিয়েছেন, তা নিয়ে এমন মায়াকান্না কেন? কেন ব্যক্তি আক্রমণ? পছন্দ না হলে বলুন। সমালোচনা করুন। পারলে রহমানকে সুর সঙ্গীত ইত্যাদি নিয়ে জ্ঞান ঝাড়ুন। কিন্তু এই হাহাকার, বাঙালির সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ চাগিয়ে ওঠার কারণ কি?

আবার বাংলাদেশ থেকে তানিয়া নূর তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, একটা গান বাজে করে কেউ গাইলেই আমাদের গেলো গেলো মাতম ওঠে কারণ আমরা নিজেদের সক্ষমতা নিয়ে সন্দিহান!! নজরুলের গান একজন ভিনদেশী ভিনভাষী কম্পোজার নতুন সুরে বাঁধলে নজরুলকে অপমান করা হবে বলে যারা মনে করছেন ... আমার মনে হয় না আপনারা নজরুলের ব্যাপকতা বুঝতেও পেরেছেন। নজরুলের প্রতিটা কাজ যদি যথাযথ সংরক্ষণ করে বিশ্ব দরবারে পোঁছিয়ে দেয়া যেতো তাহলেই তাঁকে যথার্থ সম্মান জানানো হত।

এই বিশ্লেষণ দেওয়ার পরে তানিয়া নূর অবশ্য এটাও লিখেছেন যে এআর রহমানের সুর দেওয়া গানটা তার একদম ভালো লাগে নি। বাংলাদেশের কবিসাহিত্যিক ব্রাত্য রাইসু বলছেন, গানটির ১০২ বছর হইছে বয়স। কাজেই এখন এই গান যে কোনো সুরে যে কেউ গাইতে পারে। এমনকি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরেও। সেইটা বন্ধ করার দাবি খারাপ দাবি। তা আপনারা এআর রহমানের নাকি সুরের লো।হকপাট শুইনা বইসা আছেন কেন? ‘নজরুলের সুরের’ গানটা শেয়ার করলেই পারেন, ফেসবুকে লিখেছেন ব্রাত্য রাইসু। এটাও উল্লেখ করেছেন তিনি যে এআর রহমানের গান তার কখনই ভাল লাগে না। বাংলাদেশের নাট্য ব্যক্তিত্ব রৌনক হাসানের প্রথমবার গানটা শুনে ভালো না লাগলেও কয়েকবার শোনার পরে অতটাও খারাপ মনে হয় নি।

তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, দ্রোহটা একটু কমেছে এইয়া! সিনেমাতে কোন প্রেক্ষিতে গানটা ব্যবহার হয়েছে সেটাও বিবেচ্য।

সাময়িকী

বেশি বেশি চিনি খেলেই কি ডায়াবেটিস হয়?

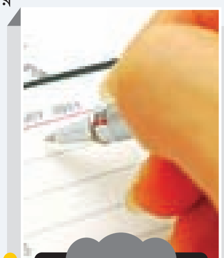

সুনীল দাস
কলামিস্ট

ডায়াবেটিস হলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রথমেই বলা হয় যে চিনিযুক্ত বা মিষ্টিজাতীয় কোন খাবার খাওয়া যাবে না। আর ঠিক এই কারণেই এমন একটি ধারণাও বেশ প্রচলিত যে ডায়াবেটিস হওয়ার অন্যতম বড় কারণ মিষ্টিজাতীয় খাবার বেশি খাওয়া। কিন্তু এই ধারণা আসলে কতটুকু সত্য? চিনি বেশি খেলে কি সত্যিই ডায়াবেটিস হয়?

ডায়াবেটিস কী?

ডায়াবেটিস এমন একটি শারীরিক অবস্থা যার কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে শর্করার মাত্রা অনেক বেশি বেড়ে যায়। এতে একবার কেউ আক্রান্ত হলে সারা জীবনের জন্যে তা বয়ে বেড়াতে হয়। খাবার খাওয়ার পর শরীর সেই খাবারের শর্করাকে ভেঙে চিনিতে (গ্লুকোজ) রুপান্তরিত করে। আর এটি শরীরে শক্তির যোগান দেয়।

তবে ডায়াবেটিস হলে শরীরের কোষগুলো আগে যে চিনিকে জ্বালানি বা শক্তিতে পরিণত করতো, সেই চিনি কোষের পরিবর্তে রক্তের মধ্যে জমা হতে শুরু করে। ফলে ডায়াবেটিস হয়। ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের দেয়া সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ডায়াবেটিস এমন এক দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা যার ফলে শরীর কার্যকরভাবে ইনসুলিন হরমোন তৈরি করতে পারে না। ডায়াবেটিস হলে মানুষের শরীরে গ্লুকোজ স্থায়ীভাবে বেড়ে যায়। আর কোন ধরনের প্রতিকার না নেয়া হলে এটা বাড়তেই থাকে। ফলে অনেক জটিলতা তৈরি হয়, বলেন ডায়াবেটিস সমিতির সভাপতি ও জাতীয় অধ্যাপক একে আজাদ খান।

ডায়াবেটিস হলে কেবল চিনিই না, আরও অনেক বিপাকীয় সমস্যা তৈরি হয়। তবে রক্তে চিনির পরিমাণ মেপে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয় বলে এটি নিয়েই বেশি আলাপআলোচনা হয় বলে মনে করেন এই চিকিৎসক।

ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের হিসেবে বর্তমানে বিশ্বের ৫৩ কোটিরও বেশি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, আর এতে প্রতি বছর মৃত্যু হয় ৬৭ লাখ মানুষের। এর মধ্যে আক্রান্তদের তিনচতুর্থাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের নাগরিক। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ১১ কোটি ৩১ লাখ। এদের মধ্যে ২০ থেকে ৮০ বছর বয়সীদের মধ্যে ১৪ দশমিক ২ শতাংশ মানুষ এই রোগে ভুগছেন।

কত ধরনের ডায়াবেটিস আছে?

ডায়াবেটিস হয় মূলত দুই ধরনের। এগুলো হলো টাইপ১ ডায়াবেটিস ও টাইপ২ ডায়াবেটিস।

টাইপ১ ডায়াবেটিস মূলত জেনেটিক বা বংশগত। বাহ্যিক কোন কারণে কেউ টাইপ১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ কেন্দ্র সিডিসি ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, অটোইমিউন প্রতিক্রিয়ার কারণেই কোন ব্যক্তি টাইপ ১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়। অর্থাৎ শরীর ভুল করে নিজেকে আক্রমণ করে।

এর ফলে শরীর নিজেই ইনসুলিন তৈরি বন্ধ করে দেয়।

ডায়াবেটিস আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় পাঁচ থেকে ১০ শতাংশ মানুষের টাইপ ১ ডায়াবেটিস আছে। একজন মানুষের যেকোনো বয়সে এই টাইপটি ধরা পড়তে পারে।

একজনের পরিবারের কারও ডায়াবেটিস আছে, তার মানে ওই ব্যক্তির ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সম্ভাবনা থাকলেই যে হবে এমনটা না।

কেউ যদি শারীরিক পরিশ্রম না করে, মুটিয়ে যায়, বিশেষ করে পেট মোটা হয়ে যায় তাহলে তার ডায়াবেটিস হবে, বলেন ড. খান। স্থূলতার কারণে ডায়াবেটিস হতে পারে।

টাইপ ১ ডায়াবেটিসে কেউ আক্রান্ত হলে শুরুতেই লক্ষণগুলো দেখা যায়। কারও যদি এই ডায়াবেটিস থাকে, তবে বেঁচে থাকার জন্য তাকে প্রতিদিন ইনসুলিন নিতে হয়। টাইপ ১ ডায়াবেটিস প্রতিরোধের উপায় এখনো আবিষ্কার হয়নি। অন্যদিকে টাইপ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্তের কারণ হলো অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন। ডায়াবেটিস রোগীদের বেশির ভাগই টাইপ ২তে আক্রান্ত হয়। সিডিসির হিসেব মতে, তা ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ। সাধারণত বহু বছর ধরে এই টাইপের ডায়াবেটিস শরীরে দানা বাঁধে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর তা ধরা পড়ে। টাইপ ২ডায়াবেটিসের শুরুতে সাধারণত উপসর্গ থাকে না। বরং (শরীরের ভেতরেই) বিভিন্ন জটিলতার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় বলেন জাতীয় অধ্যাপক ড. খান।

জানা অজানা

ভাই ও বোনের পবিত্র প্রেমের প্রতীক হলো ভাই ফোটা

সুনীল কুমার দে

কালীপূজার একদিন পরে অর্থাৎ দ্বিতীয়া তে হয় ভাই ফোটা।একে যম দ্বিতীয়া ও বলা হয়।এই দিন টি হলো ধর্মরাজ যমের জন্মদিন।তাই যম রাজের পূজা ও হয়ে থাকে।বিহারে এই দিনটি ভাই দুজ ও দোয়াত পূজা রূপে পালিত হয়।পশ্চিম বাংলা,ঝাড়খন্ড ও উড়িষ্যাতে বিশেষ করে ভাইফোটার প্রচলন বেশি তবে বাঙালি সমাজের লোক এই ভাই ফোটা উৎসব বিশেষ ভাবে মানায়।বাঙালি সম্প্রদায়ের লোক যে রাজ্যেই বা যে দেশেই থাকুক না কেন ভাইফোটা পর্ব খুব ধুমধামের সহিত মানিয়ে থাকে।ভাই ফোটা,রক্ষা বন্ধনেরই অন্য রূপ।এই দিনে বোনেরা তাদের ভাই ও দাদাদের কপালে ফোটা দেয়,নুতন কাপড় দেয়,মিষ্টি মুখ করার ও যম রাজের কাছে তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করে।ভাই ফোটা দেওয়ার সময় বলে,,

ভায়ের কপালে দিলাম ফোটা,
যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা,
যমুনা দেন যম কে ফোটা,
আমি দি আমার ভাই কে ফোটা,
যম যেমন হন চিরঞ্জীবী,
আমার ভাই যেন হয় তেমন চিরঞ্জীবী।

যমুনা যম রাজের বোন ছিলো,সে যম রাজের অ মরত্ব লাভের জন্য যম কে ফোটা দিয়ে প্রার্থনা করেছিলো।সেই ধারা ও কাহিনীকে অবলম্বন করে ভারতীয় বোনেরা ভাই কে ফোটা দেয় ও মৃত্যুর দেবতা যম রাজের কাছে ভাই এর মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করে।ভাই ফোটা হলো ভাই ও বোনের পবিত্র প্রেমের প্রতীক।পারিবারিক জীবনে যত গুলো সমন্ধ আছে তার মধ্যে ভাই ও বোনের সম্বন্ধ সবথেকে পবিত্র,মধুর ও সুন্দর।

পাঠকের চিঠি

চুল নিয়ে চুলোচুলি !

ওদের মধ্যে কেউ চুল কেটেছে প্রিয় নায়কের স্টাইলে কেউবা প্রিয় ক্রিকেটার বা ফুটবলারদের স্টাইলে ।এমনটি শুনলে হয়তো অনেকের চক্ষু চড়কগাছ। ওরা কিন্তু সকলেই স্কুলে পড়ে। ওদের নামের পাশে বড়ো তকমা ওরা স্টুডেন্ট! সংস্কৃতে একটি কথা আছে ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। অধ্যয়নই যখন ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা তখন পড়ার প্রতি শৃঙ্গলাবদ্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। শুধু অধ্যয়নই নয় তার সঙ্গে নিয়মানুবর্তীতার পাঠও নিতে হয় ছাত্রদের। আসলে বিদ্যা দদাতি বিনয়ম । কিন্তু বিভিন্ন সময়ে স্কুলের ছাত্রদের মাথায় চুলের বাহারি স্টাইল স্কুলের সুস্থ পরিবেশকে বিঘ্নিত করছে। বেশ ছাত্রদের এমন চুল যাতে না কাটেন যা একজন ছাত্রের রুচিশীলতাকে নষ্ট করে অন্যদিকে দেখতে দৃষ্টিকটু লাগে ।স্কুল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি আদর্শস্থানীয় জায়গা যেখানে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ইউনিফর্মে সাবলীল ভাবে আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে কিছু ছাত্রদের মাথায় দেখা যায় বাহারী স্টাইলে চুলছাঁটা। সেগুলো দৃষ্টিকটু এবং অন্য ছাত্রদের মনে এর কুপ্রভাব পড়ে। আসলে বর্তমানে অনেক ছাত্রদের মধ্যে সৃজনশীলতার পাশাপাশি রূচিশীলতার অভাব রয়েছে। তাই জীবনশৈলীর বিভিন্নপাঠ তাদের মধ্যে দিতে হবে।অধ্যয়নের পাশাপাশি শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ শেখাতে হবে। তাতে করে হয়তো মূল সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হতে পারে?

শংকর সাহা দক্ষিণ দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

বাঙালি স্বামী শাশুড়িকে কেটে টুকরো করে মেঘালয়ের পাহাড়ের গভীর খাদে ফেলে দেওয়া নৃশংস ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের মূল অপরাধী গৃহবধূ বন্দনা কলিতার জামিন

পুলিশের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং দুর্বল চার্জশিটের জন্য ডাবল মার্ডার মামলায় জামিন মঞ্জুর বলে অভিযোগ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। স্বামী শাশুড়িকে কেটে টুকরো করে মেঘালয়ের পাহাড়ের গভীর খাদে ফেলে দেওয়া নৃশংস ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের মূল অপরাধী গৃহবধূ বন্দনা কলিতার জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। মূলত অসম পুলিশের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং দুর্বল চার্জশিটের জন্য ডাবল মার্ডার মামলায় জড়িত থাকা মূল অপরাধী বন্দনা কলিতার জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নিজের হাতে স্বামী শাশুড়িকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে তাদের শরীর কেটে টুকরো করে মেঘালয়ের পাহাড়ের গভীর খাদে ফেলে আসা গৃহবধূ বন্দনা কলিতা গ্রেপ্তার হওয়ার ৯ মাসের মধ্যেই জামিনে মুক্ত পাওয়ার ঘটনায় সমাজে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রসঙ্গত ২০২২ সালের ২৬ জুলাই নিজের শাশুড়ি শংকরী দে এবং ২০২২ সালের ১৭ আগস্ট স্বামী অমরজ্যোতি দে কে হত্যা করে পর্যায়ক্রমে তাদের মৃতদেহ কেটে টুকরো করে সেগুলো মেঘালয়ের পাহাড়ের গভীর খাদে ফেলে এসেছিল গুয়াহাটি মহানগরের বাসিন্দা পুত্রবধূ বন্দনা কলিতা। সেই সময় নুনমাটির বন্দা এলাকায় জিম ইন্সট্রাক্টর হিসেবে কর্মরত ছিল এই মহিলা। এক্ষেত্রে বন্দনা কলিতাকে সাহায্য করেছিল ধনটি ডেকা এবং অরূপ ডেকা নামের তার দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। অবশেষে ঘটনাচক্রে এই বিষয়টি খোলাসা হবার পর ২০২৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বন্দনা কলিতা, ধনটি ডেকা এবং অরূপ ডেকাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছিল পুলিশ। এরপর তিনজনকে বারংবার নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেছিল। এমনকি বন্দনা কলিতা, ধনটি ডেকা এবং অরূপ ডেকাকে সঙ্গে নিয়ে হত্যাকাণ্ডের স্থান, মৃতদেহের টুকরা ফেলা মেঘালয়ের পাহাড়, হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার হওয়া সামগ্রীর স্থান পরিদর্শন করেছিল পুলিশ।

তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই নৃশংস ভয়াবহ অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় ডাবল মার্ডার কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত তথা অপরাধী বন্দনা কলিতা জামিনে মুক্ত পেয়ে বৃহস্পতিবার রাত ১১ টা নাগাদ মহানগরের নুনমাটির বন্দা এলাকায় থাকা তার বাবার বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। স্বামী শাশুড়িকে কেটে টুকরো করে মেঘালয়ের পাহাড়ের গভীর খাদে ফেলে দেওয়া নৃশংস ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার পরেও এভাবে আদালত থেকে জামিনে মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসার ঘটনায় সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আজও সম্পূর্ণ অনুশোচনা হীন ভাবে রয়েছে বন্দনা কলিতা। আদালত থেকে জামিন পেয়ে বাবার বাড়িতে আসা বন্দনা কলিতা বর্তমান কোন ধরনের চিন্তা বিহীনভাবে পায়ের উপরে পা তুলে টিভি দেখে সময় কাটাচ্ছেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা মন্তব্য করেছেন। তবে প্রচার মাধ্যমের কাছে কোনো ধরনের মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নয় বন্দনা কলিতা।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে পুলিশের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং দুর্বল চার্জশিটের জন্য ডাবল মার্ডার মামলায় বন্দনা কলিতার জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। এমনকি পুলিশের চার্জশিট দেখে বিচারপতির চক্ষু কপালে উঠে যায়। কারণ এই গুরুতর ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে আংশিক চার্জশিট দাখিল করেছিল পুলিশ। তাছাড়া পুলিশের তরফে ফরেন্সিক রিপোর্ট এবং ডিএনএ রিপোর্টও জমা করা হয়নি। বিয়ের ফুল অবশেষে শর্তসাপেক্ষে বন্দনা কলিতার জামিন মঞ্জুর করতে বাধ্য হয়েছে আদালত। তবে জামিনে মুক্তি পেলেও নুনমাটি থানায় সপ্তাহে দুদিন হাজির হতে হবে তাকে। তাছাড়া অনুমতি ছাড়া মহানগর ছেড়ে বাইরে যেতে পারবেনা বন্দনা কলিতা। একই সঙ্গে তার সঙ্গী ধনটি ডেকা আদালত থেকে জামিন পেয়েছে। উল্লেখ্য চলিত বছরের ১২ অক্টোবর জামিন পেয়েছিল বন্দনা কলিতার অপর সঙ্গী অরূপ ডেকা।

টুকরো খবর

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা থাকা কেন্দ্রের তালিকা হাইকমান্ডের হাতে অর্পণ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার

প্রার্থীত্ব কেন্দ্রিক আলোচনা দলীয় মঞ্চে করার জন্য ব্লক, জেলা এবং রাজ্য পর্যায়ে নির্দেশ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শাসকবিরোধী উভয়পক্ষ তৎপরতা অব্যাহত রাখলেও অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এক্ষেত্রে সর্বাধিক ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা দলের হাই কমান্ডের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এর কোনো ধরনের তোয়াক্কা না করে এবার ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা থাকা কেন্দ্রের তালিকা হাইকমান্ডের হাতে অর্পণ করেছেন তিনি। তাছাড়া প্রার্থীত্ব কেন্দ্রিক আলোচনা দলীয় মঞ্চে করার জন্য ব্লক, জেলা এবং রাজ্য পর্যায়ে নির্দেশ দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি। রাজ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে বিরোধী পক্ষের মোট ১৫ টি দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ। কিন্তু ঐক্য মঞ্চে থাকা এই দলগুলোর সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা না করেই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে এক বৈঠক আয়োজন করে এপিসিসির তত্ত্বাবধায়ক তথা সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিংহের উপস্থিতিতে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন সভাপতি ভূপেন বরা। তবে শুধুমাত্র তালিকা প্রস্তুত করা নয় এপিসিসির তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংহের হাতে এই তালিকা হাইকমান্ডের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই বিষয়টির খোলাসা হওয়ার পরেই বিরোধী ঐক্য মঞ্চে তীব্র প্রতীকের সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি ঐক্য মঞ্চের বেশ কয়েকটি দল এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কংগ্রেস সভাপতি সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। তবে এবার দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে দলীয় হাইকমান্ডের হাতে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা থাকা কেন্দ্রের তালিকা দাখিল করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন লোকসভা নির্বাচনে বিপুল হবে জয়লাভ করার জন্য রাজ্যের বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে কংগ্রেস। ফলের এক্ষেত্রে সময় মত সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি জয়ের সম্ভাবনা থাকা কেন্দ্রের তালিকা হাই কমান্ডার হাতে তুলে দিয়েছেন। এই তালিকায় উল্লেখ থাকা লোকসভা কেন্দ্র গুলোতে কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। ভূপেন বরা বলেন আগামী ৩ ডিসেম্বরের পর কংগ্রেস দলীয় নেতাকর্মীরা খোলাখুলি ভাবে নিজেদের পছন্দের লোকসভা কেন্দ্রের বিষয় মন্তব্য করার সুযোগ পাবেন। এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কংগ্রেস দলীয় নেতাকর্মীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জড়িত করতে চাইছে বলেও মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা দিল্লিতে বিজেপির ভূমিকা নিয়ে দলটির কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। বিজেপি মূলত কাজ করার পরিবর্তে হৈচৈ করার ক্ষেত্রে অধিক আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তবে কথার পরিবর্তে কাজের মাধ্যমেই সবকিছু বোঝা যায় বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন দলটির গতিবিধি এটা প্রমাণ করে দিচ্ছি যে আসন্ন নির্বাচনে বিজেপির কি পরিনাম হতে চলেছে। সর্বভারতীয় বিরোধী বিরোধীপক্ষ গঠন করা ইন্ডিয়ার আদলে রাজ্যে গঠিত বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দলীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে প্রশংসা করেছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। এমনকি ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা থাকা কেন্দ্রের তালিকা অর্পণ করার ক্ষেত্রেও দলীয় সর্বভারতীয় সভাপতি এটাকে দলের কৌশলগত চিন্তাধারার প্রতিচ্ছবি বলে উল্লেখ করার কথা জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। অন্যদিকে প্রার্থীত্ব কেন্দ্রিক আলোচনা দলীয় মঞ্চে করার জন্য ব্লক, জেলা এবং রাজ্য পর্যায়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বলেন একদিন আগেই এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। দলের প্রার্থীত্ব কেন্দ্রিক বিষয়ে বিভিন্ন নেতার বহু কথা বলার থাকে। ফলে এই বিষয়গুলো শুধুমাত্র দলীয় মঞ্চে উত্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্লক থেকে শুরু করে জেলা পর্যায়ে এবং রাজ্য পর্যায়ে এই নির্দেশ কার্যকরী হবে বলে উল্লেখ করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। উল্লেখ্য লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের একাংশ দল আসনের দাবি জানানোর সঙ্গে সঙ্গে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি কমলক্ষ্য দে পুরকায়স্থ। বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে মন্তব্য করার পর শুক্রবার ফের এর পুনরাবৃত্তি করেছেন তিনি। বিধায়ক কমলক্ষ্য দে পুরকায়স্থ বলেছেন আম আদমি পার্টি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের অসমে কোনো সংগঠন নেই। তবে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে দল দুটির খুব ভালো সংগঠন রয়েছে। দিল্লি এবং পাঞ্জাবে আম আদমি পার্টি শক্তিশালী স্থিতিতে রয়েছে। কিন্তু অসমে আম আদমি পার্টি কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্ব নেই বলে ফের একবার মন্তব্য করেছেন তিনি।

দিশপুরের বিধায়ক আবাসের কাঁচে গুলির ফুটো সদৃশ্য চিহ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত সিআরপিএফের কমান্ডিং অফিসার রাজীব কুমার ঝাঁর

বিষয়টির সবিস্তার তদন্তের দাবি বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া, রফিকুল ইসলামের

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অত্যন্ত স্পর্শকাতর এক বিষয় এবং অত্যাধিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থাকা এক এলাকা। কালী পুজা এবং দীপাবলি উৎসবের মধ্যেই দিশপুরের বিধায়ক আবাসের কাঁচে গুলির ফুটো সদৃশ্য চিহ্নকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ এমএলএ হস্টেল এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি ঘিরে ইতিমধ্যে বিস্তারিত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া, রফিকুল ইসলাম। তবে বিধায়ক আবাসে এসে উপস্থিত হয়ে এক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেছেন সিআরপিএফের কমান্ডিং অফিসার রাজীব কুমার ঝাঁ। তিনি বলেন দেখতে সেটা গুলির ফুটো সদৃশ্য চিহ্ন লাগছে। তবে ফরেন্সিক পরীক্ষার পর এর আসল রহস্য জানা যাবে। এই সংক্রান্ত তদন্ত চলছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত রাজ্যে সর্বাধিক স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় হিসেবে চিহ্নিত বিধায়ক আবাসে অনবরতভাবে ব্যাপক সংখ্যায় নিরাপত্তা রক্ষী নিযোজিত থাকেন। সঙ্গে রয়েছিস সিসিটিভি ক্যামেরা সহ নানা সুরক্ষা সংক্রান্ত অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সম্পন্ন মেশিন। এই সম্পূর্ণ এলাকাকে সর্বাধিক ভাবে সুরক্ষা প্রদানের জন্য দিনরাত অসম পুলিশ এবং সিআরপিএফ এর জওয়ানরা মোতায়েন থাকেন। কিন্তু এই ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই রবিবার বিকালে হঠাৎ বিধায়ক আবাসের সি ব্লকের প্রথম মহলের ব্যালকনির কাঁচে গুলির ফুটো সদৃশ্য চিহ্ন নজরে পড়ে। তবে সেটা গুলির ফুটো সদৃশ্য চিহ্ন হওয়ার ফলে বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণ এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এক কথায় বলতে গেলে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গোটা এমএলএ হস্টেল এলাকা জুড়ে হইচই বেধে যায়। এক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য বিধায়ক আবাসের সি ব্লক মূলত তিন মহলের বিল্ডিং। ব্যালকনির কাঁচে গুলির ফুটো সদৃশ্য চিহ্ন নজরে পড়া বিল্ডিং এর প্রথম মহলে থাকেন বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া এবং বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি। দ্বিতীয় মহলে বিধায়ক রফিকুল ইসলাম এবং বিধায়ক রকিবুল হোসেন। তাছাড়া তৃতীয় মহলের রয়েছে বিধায়ক তথা বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া এবং বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীর কোয়ার্টার। ফলে স্বাভাবিকভাবে কাঁচে গুলির ফুটো সদৃশ্য চিহ্ন নজরে আসার পরেই এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিধায়করা। এমনকি বিধায়ক তথা বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া অসম বিধানসভা সচিবালয়ের প্রধান সচিবকে চিঠি লিখে এক্ষেত্রে সবিস্তার তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। একই ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এআইইউডিএফ বিধায়ক রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন কাঁচে গুলির ফুটো সদৃশ্য চিহ্ন থাকা বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তবে আসলে এটা কি সেটা পুলিশের তদন্তে বেরিয়ে যাবে। ফলে এক্ষেত্রে সঠিক পুলিশের তদন্ত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। যেহেতু বিষয়টি বিধায়ক আবাস কিংবা এমএলএ হোস্টেল সংক্রান্ত এর ফলে এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো। বিষয়টি নজরে আসার পর রবিবার রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন গুয়াহাটি মহানগরের পুলিশ কমিশনার দিগন্ত বরা। তিনি সতীর্থ পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে বিধায়ক আবাসে এসে উপস্থিত হয়ে স্বয়ং বিষয়টির তদন্ত করেছেন। এরপর সোমবার সকালে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন সিআরপিএফের ১৭৫ ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডিং অফিসার রাজীব কুমার ঝাঁ। যেহেতু সম্পূর্ণ এমএলএ হোস্টেল এলাকাটি সিআরপিএফের সুরক্ষার অধীনে রয়েছে ফলে এক্ষেত্রে কমান্ডিং অফিসার স্বয়ং বিধায়ক আবাসের সি ব্লকে এসে উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিধায়ক আবাসের সি ব্লকের প্রথম মহলের ব্যালকনির কাঁচে গুলির ফুটো সদৃশ্য চিহ্নটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখেন কমান্ডিং অফিসার রাজীব কুমার ঝাঁ। দীর্ঘ সময় জুড়ে তিনি এবং সিআরপিএফের অন্যান্য শিষ্য অফিসাররা প্রতিটি দিক পর্যালোচনা করা ছাড়াও কাঁচে থাকা গুলির ফুটো সদৃশ্য চিহ্নটি পরীক্ষা করেছেন। এরপর সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সিআরপিএফের ১৭৫ ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডিং অফিসার রাজীব কুমার ঝাঁ বলেন কাঁচে থাকা ফুটোটি দেখতে বুলেটের চিহ্ন বলে মনে হচ্ছে। তবে আসলে এটা কি সেটা ফরেনসিক পরীক্ষার পরেই সম্পূর্ণভাবে বোঝা যাবে। তবে অত্যন্ত নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থাকা এমএলএ হোস্টেলে কিভাবে কাঁচে বুলেটের চিহ্ন সদস্য ফুটো হলো সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তদন্তের পর সবিস্তার জানা যাবে। বর্তমান এমএলএ হোস্টেলে সিআরপিএফের তিনটি ব্যাটালিয়ন নিযোজিত হয়ে রয়েছে বলে জানান তিনি।

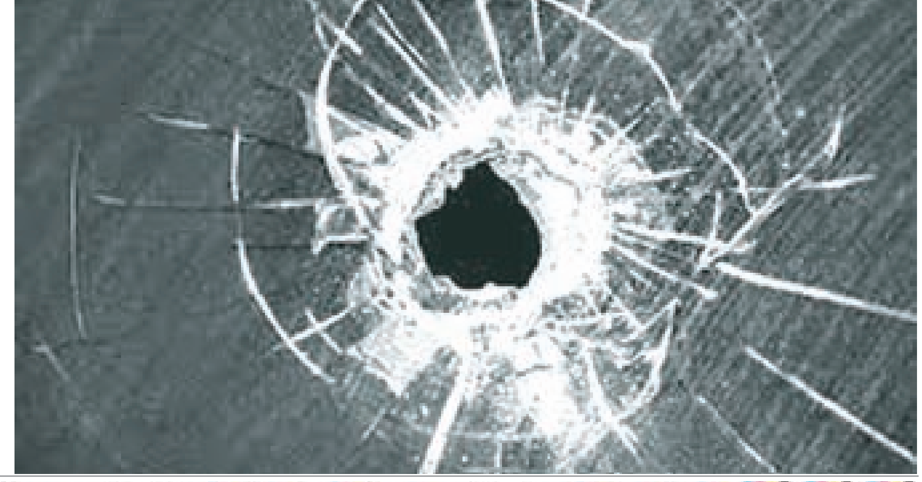

বিধানসভা কেন্দ্রে করা লুণ্ঠন এবং সাধারণ জনতাকে করা অসম্মানের ফলে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা প্রতিবার নির্বাচনে পরাজিত হচ্ছেন বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

নির্বাচন এলেই গ্রামের কথা মনে পড়ে কংগ্রেসের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের প্রতিটি রাজনৈতিক দল ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠেছে। তবে শাসক দল বিজেপি এরই মধ্যে উজান অসম বেশ কয়েকটি নির্বাচনী প্রচার সভা আযোজন করে বিরোধী পক্ষের পাশাপাশি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠেছে। নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ জনতার সঙ্গে সংযোগ না থাকার ফলে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা প্রতিবার নির্বাচনে পরাজিত হচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের গ্রামের কথা মনে পড়ে। অথচ বিজেপি সব সময় গ্রামে রয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের সমর সজ্জায় নিযোজিত হয়ে তৃতীয় দিনের জন্য লক্ষিমপুরে বিশাল জনসভা আযোজন করেছে বিজেপি। পাঁচ হাজারের বেশি জনতার উপস্থিতিতে আযোজিত এই জনসভায় অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন নির্বাচন আসছে এর ফলে প্রতিটি রাজনৈতিক দল বর্তমান গ্রামের দিকে ছুটে যাচ্ছে। অথচ বিজেপি সব সময় গ্রামে রয়েছে। সারা বছর বিভিন্ন সময়ে বিজেপি গ্রামে থাকে। তবে শুধুমাত্র গ্রাম নয় নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গে গেছে কংগ্রেস। বিজেপি প্রচারে এলে শুধুমাত্র এক দুজনকে নিয়ে আসে। অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে দলটি নিজেদের ৫০ জন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে আসে। নেতাদের সঙ্গে আসেন প্রায় ১০০ জন ব্যক্তি। গ্রামে হয়তো আড়াইশো ব্যক্তি থাকেন। কিন্তু দলটি ঘোষণা করে যে তাদের প্রচার অভিযানে বহু হাজার হাজার ব্যক্তি সমাগম ঘটেছে। তারা শুধুমাত্র মিথ্যা কথা বলেন। এই মিথ্যা কথা বলা ব্যক্তিদের বর্তমান সরদার হয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি।

মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন বিধানসভা, লোকসভা নির্বাচনে হেরে হেরে শুধুমাত্র পরাজিত নায়ক হয়েছেন ভূপেন বরা। তিনি ইতিমধ্যে দুইবার বিষপুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পরাজিত হয়েছেন। এরপর আবার তেজপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি। তবে ভূপেন বরা পরাজিত হওয়ার মূল কারণ বিধানসভা কেন্দ্রে করা লুণ্ঠন এবং সাধারণ জনতাকে করা অসম্মান। এর জন্য তিনি বারংবার নির্বাচনে পরাজিত হচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা জানান সম্প্রতি বিষপুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার সভায় অংশ নিয়েছিলেন তিনি। সেখানে স্থানীয় ব্যক্তিরা অভিযোগ উত্থাপন করা অনুসারে গত আড়াই বছরে ভূপেন বরা শুধুমাত্র পাঁচবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতি সেখানে যান না। এক্ষেত্রে ভূপেন বরার কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন কংগ্রেস সরকার আমলে রাজ্যে ভয়াবহ দুর্নীতি হয়েছিল। কংগ্রেসের আমলে রাজ্যের দরিদ্র ব্যক্তিরা চাকরি পেতেন না। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার আমলে দরিদ্র এবং মেধাবী ব্যক্তিরা যোগ্যতা অনুসারে সরকারি চাকরি পাচ্ছেন মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন কংগ্রেসের দিনে চাকরির পাওয়ার কি অবস্থা ছিল সেটা প্রত্যেকে জানেন। কংগ্রেস সরকার আমলে দরিদ্র ব্যক্তিরা চাকরির না পেয়ে বরং যেই ব্যক্তিদের মাবাবার অট্টালিকা ছিল তারাই সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন। সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য সেই ব্যক্তির অভিভাবকদের দুই মহলের তিন মহলের চার মহলের অট্টালিকা থাকা নিতান্ত প্রযোজন ছিল। এই ব্যবস্থা থাকলেই সরকারি চাকরি পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে দরিদ্র ব্যক্তির বাড়ির মেধাবীদের চাকরি পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই ব্যবস্থা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং বিজেপি সরকার। লক্ষিমপুরের সাধারণ জনতা ইতিমধ্যে কংগ্রেসকে নস্যাৎ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন রাজ্যের বিজেপি সরকার ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজে লিপ্ত রয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের উপরে বিভিন্ন সেতু নির্মাণ ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নানা গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দিনরাত্রি রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে কাজ করে চলেছেন। কংগ্রেস সরকার আমলে রাজ্যের সড়কের বেহাল অবস্থার কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন মাত্র ৭ বছর আগে রাজ্যের কংগ্রেস সরকার আমলে বেহাল সড়ক অবস্থার বিপরীতে বর্তমান ৯০ শতাংশ সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বাকি থাকা শুধুমাত্র দশ শতাংশ সড়কে নির্মাণের কাজ তীব্র গতিতে অব্যাহত রয়েছে। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের বেহাল অবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন সভাপতি ভূপেন বরা দশ বছর বিধায়কের দায়িত্বে থাকার পরেও লালুং থেকে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বিষপুরিয়া পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ করতে সক্ষম হতে পারেননি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন বর্তমান বিজিবি সরকারের আমলে শুধুমাত্র সড়ক নির্মাণ নয় হাসপাতাল নির্মাণ ছাড়াও শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বহু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এক লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দুই বছরের মধ্যে ৭৮০০০ যুবকযুবতীদের সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। তবে অতি শীঘ্র সরকারি চাকরি পাওয়া যুবকযুবতীদের সংখ্যা এক লক্ষ ৩৫ হাজার হবে বলে উল্লেখ করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। আযোজিত নির্বাচনী প্রচার জনসভায় সাংসদ প্রদান বড়ুয়া, বিধায়ক মানব ডেকা, দেউরি স্বশাসিত পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার ভৈরব দেউরী, জেলা বিজেপি সভাপতি ফণীধর বড়ুয়া, উপসভাপতি ঋতুবরণ শর্মা প্রমুখ দলীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

RASHTRIYAKHABAR.COM

চল্লিশ বছর আগে যে দিনটি চিরতরে বদলে দিয়েছিল ভারতের ক্রিকেট

মুম্বাই ঃ পর পর দুটো বিশ্বকাপে শোচনীয় ফলাফলের পর ১৯৮৩তে তৃতীয় বিশ্বকাপ খেলতে ভারত যখন আবার সেই ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দেয়, দলের কেউই প্রায় ভাবেননি তারা গ্রুপ স্টেজের গন্ডি পেরোতে পারবেন! এমন কী, বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচগুলোর পর পরই আমেরিকাতে কয়েকটা প্রদর্শনী আর ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার জন্য চুক্তিতেও সই করে ফেলেন দলের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার। ওপেনিং ব্যাটসম্যান কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত তো নিজের মধুচন্দ্রিমার টিকেট পর্যন্ত বুক করে ফেলেছিলেন। অথচ ‘৮৩র বিশ্বকাপের ফাইনালে দু’দল মিলিয়ে হায়েস্ট স্কোরার ছিলেন সেই শ্রীকান্ত। দল নকআউট পর্বে পৌঁছে যাওয়ায় নিজের হানিমুনের টিকিট ক্যানসেল করতে হয়েছিল বলে যিনি পরে ক্যাপ্টেন কপিলদেবের কাছে বহুবার অনুযোগ করেছেন, তোমার কিন্তু ওই টাকাটা আমাকে পকেট থেকে হলেও দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল! দলে প্রায় সবার কাছে অকল্পনীয় হলেও অধিনায়ক কপিলদেব কিন্তু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন ভারত টুর্নামেন্টে জেতার ক্ষমতা রাখে। বিশ্বকাপের দিনকয়েক আগেই তাকে কেউ একটা দামী শ্যাম্পেনের বোতল উপহার দিয়েছিল। কপিল নিজে অ্যালকোহল স্পর্শ করতেন না, কিন্তু টুর্নামেন্ট জিতে আনন্দোল্লাস করবেন বলে সেই বোতলটা অতি সাবধানে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লন্ডন, টানব্রিজ ওয়েলস থেকে নটিংহ্যাম সর্বত্র আগলে আগলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। দলের সদস্য কীর্তি আজাদ পরে জানিয়েছেন, আমরা অনেকবার বলেছিলাম, পাজি, ওটা শুধু শুধু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ ‑ তার চেয়ে বরং আমাদের দিয়ে দাও! কিন্তু ক্যাপ্টেন কথাটা শুনলেই ভীষণ রেগে যেত! ২৫ জুন লর্ডসের ফাইনালে অবিশ্বাস্যভাবে জেতার পর কপিল শুধু সেই বোতলটাই খোলেননি, প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুহ্যমান ড্রেসিং রুমে গিয়ে আরও চারটে শ্যাম্পেনের বোতল চেয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কপিল পরে বলেছেন, আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্যাপ্টেন ক্লাইভ লয়েডকে গিয়ে বললাম তোমরা আজকে এতগুলো শ্যাম্পেনের বোতল দিয়ে কী করবে, তার চেয়ে আমরাই বরং নিয়ে যাই! উনিও কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বোতলগুলো আমার হাতে তুলে দিলেন। তিরাশিতে ভারতের বিশ্বকাপ জয় নিয়ে এই ছোট ছোট ঘটনাগুলো ভারতে প্রায় ‘ফোকলোর’ বা প্রবাদকাহিনিতে পরিণত হয়েছে। বস্তুত ভারতের সেই জয় যে ক্রিকেট দুনিয়ায় বিরাট বড় একটা ‘অঘটন’ ছিল, তা নিয়ে সারা বিশ্বের ক্রিকেট পন্ডিতরা কখনোই দ্বিমত পোষণ করেননি। ভারত ফাইনালে জেতার পরদিন ‘দ্য টাইমস’ তো লিখেছিল ‘কামানের খাদ্য যখন নিজেরাই কামানে পরিণত হল!’ এমন কী সেই দলের ক্রিকেটাররাও পরে বহুবার স্বীকার করেছেন, টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে তারা স্বপ্নেও ভাবেননি তাদের বিশ্বকাপ জেতার আদৌ কোনও আশা আছে! কিন্তু ১৯৮৩র জুন মাসে ইংল্যান্ডের গ্রীষ্মে মাত্র সতেরো দিনের ভেতর সব হিসেব উল্টেপাল্টে দিয়েছিল কপিলদেবের দল। ঠিক চল্লিশ বছর আগের সেই দিনটি আসলে ভারতে ক্রিকেট খেলাটাকেও এমনভাবে বদলে দিয়েছে, যেটা তখন হয়তো কল্পনাও করা যায়নি। তাই ১৯৮৩র ২৫শে জুন ছিল সব অর্থেই ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ‘ওয়াটারশেড মোমেন্ট’ বা পালাবদলের মুহূর্ত। সেটা কীভাবে আর কোথায় কোথায়, তারই তত্ত্বতালাস থাকছে এই প্রতিবেদনে। স্বাধীনতার পরেও বহু বছর ভারতীয় ক্রিকেটে রাজারাজড়াদেরই দাপট ছিল। দলের সেরা ক্রিকেটার যে বা যারাই হোন ‑ গায়কোয়াড়, হোলকার, পাতৌদির মতো বিভিন্ন ছোটবড় ‘প্রিন্সলি স্টেটে’র শাসকদের জন্যই দলের ক্যাপ্টেন বা ম্যানেজারের পদ বাঁধা থাকত। তিরাশিতে যে একঝাঁক ক্রিকেটার ভারতকে বিশ্বকাপ এনে দেন, দু‌একজন বাদে তারা কিন্তু প্রায় সবাই ছিলেন মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা প্রতিভা। তিরাশির বিশ্বকাপের পর তারা প্রত্যেকেই এক একজন জাতীয় নায়কে পরিণত হন, আর ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেন ক্রিকেট খেলাটার মধ্যে অপার সম্ভাবনা আছে যা তাদের সন্তানের জীবন বদলে দিতে পারে। সেই বিশ্বকাপে ভারতের অন্যতম নায়ক মদনলাল বছরকয়েক আগে এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, বিশ্বকাপ জিতে ফেরার পর দিল্লিতে নিজের পাড়াতে আমি যে সংবর্ধনা পেয়েছিলাম তা কখনো ভুলব না। চেনা, আধাচেনা বা সম্পূর্ণ অপরিচিত বহু মানুষ তখন এসে বলতেন আমার ছেলেকেও ক্রিকেট শেখান। সেই তাগিদটাই অবসরের পরে আমাকে ক্রিকেট অ্যাকাডেমি খুলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, জানিয়েছিলেন তিনি। বস্তুত তিরাশির পরেই ধীরে ধীরে ভারতের ছোট বড় নানা শহরে ক্রিকেট অ্যাকাডেমি খুলতে শুরু করে ‑ আর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের মতোই এই অ্যাকাডেমিগুলোতেও অভিভাবকরা যেভাবে হোক তাদের সন্তানকে ভর্তি করাতে থাকেন। সোজা কথায়, ক্রিকেটও যে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন‌মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানের জন্য একটা আকর্ষণীয় পেশা হতে পারে, সেটা তিরাশির পর থেকেই বাবা‌মা’রা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। পরে শত শত কোটি টাকার টুর্নামেন্ট আইপিএল সেই বিশ্বাসকেই আরও দৃঢ় করেছে। আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তিরাশির পর থেকেই শুধু মুম্বাই‌দিল্লি‌হায়দ্রাবাদের মতো ক্রিকেট ঘরানায় সমৃদ্ধ কেন্দ্রগুলো থেকেই নয় ‑ ভারতের টিয়ার‌টু বা টিয়ার‌থ্রি শহরগুলো থেকেও ক্রিকেটাররা উঠে আসতে শুরু করেন। ভারতকে ২০০৭র টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০১১র ওয়ানডে বিশ্বকাপ আর ২০১৩র চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতিয়ে এ দেশে যিনি কাল্ট ফিগারে পরিণত হয়েছেন সেই মহেন্দ্র সিং ধোনি এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ ‑ যিনি উঠে এসেছিলেন রাঁচির মতো ছোট্ট একটা শহরের সাধারণ সরকারি কলোনি থেকে। তিরাশির সেই বিশ্বকাপ জয়ের পরই ক্রিকেটের বাণিজ্যিক সম্ভাবনার দিকে নজর পড়ে ভারতের বড় বড় শিল্প সংস্থাগুলোর। আজ অবিশ্বাস্য শোনাতে পারে, কিন্তু ’৮৩ সালের আগে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই‌এর কোনও কমার্শিয়াল স্পনসর ছিল না, কোনও কোম্পানি তাদের সঙ্গে ‘এনডোর্সমেন্ট কন্ট্রাক্ট’ করতেও এগিয়ে আসেনি। দু’বছর আগে বলিউড পরিচালক কবীর খান ভারতের সেই বিশ্বকাপ জয় নিয়ে ‘এইট্টি থ্রি’ নামে যে মুভিটি বানিয়েছিলেন তাতেও দেখানো হয়েছিল সে সময় ভারতীয় বোর্ড আসলে কোন মান্ধাতার আমলে পড়ে ছিল! ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের সেই অভাবিত জয় রাতারাতি সেই পরিস্থিতিটা পাল্টে দিয়েছিল। ভারতীয় দলের জার্সিতে স্পনসর কোম্পানির নাম ছাপা হতে শুরু করে এর কিছুকাল পর থেকেই। তিরাশির বিশ্বকাপে ভারতের ম্যাচগুলোর কমেন্ট্রি এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ ট্রানজিস্টর রেডিওতেই শুনেছিলেন, টিভি তখনও এসেছে একেবারে হাতেগোনা বাড়িতে। টিভিতে লাইভ ক্রিকেট দেখার আকর্ষণটা কোথায়, তিরাশির পরেই ভারতীয়রা সেটা ধীরে ধীরে অবিষ্কার করতে শুরু করেন। সেই সঙ্গেই ক্রিকেট ম্যাচের মাঝে টেলিভিশন বিজ্ঞাপন দেখানোর চল শুরু হয় ‑ যে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে থাকে ভারতের নামী ব্র্যান্ডগুলো।

সেমিফাইনালে ভারত ও নিউজিল্যান্ড যেসব জায়গায় সতর্ক থাকবে

লন্ডন ঃ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ভারত ও নিউজিল্যান্ড মুখোমুখি হচ্ছে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে, বুধবার সময় দুপুর আড়াইটায়। ভারত নয় ম্যাচের সবকটিতে জয় নিয়ে সেমিফাইনালে এসেছে, অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের যাত্রা পথ ছিল অম্লমধুর। কখনো টানা জয়, কখনো টানা ম্যাচ হারের ভেতর দিয়ে যাওয়া নিউজিল্যান্ড শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বড় ব্যবধানের জয় দিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা পাকা করেছে। তবে নিউজিল্যান্ড যখন প্রতিপক্ষ তখন ভারতের দলটার মনের কোণে একটা ভয়ের জায়গা থাকাই স্বাভাবিক। ক্রিকেট ইতিহাসে ভারত নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চারটি নকআউট ম্যাচে হেরেছে বিভিন্ন ফরম্যাটে। আবার নিউজিল্যান্ড গত তিন বিশ্বকাপেই কোনও না কোনও স্বাগতিক দলের বিপক্ষে হেরেছে নকআউটে কিংবা ফাইনালে। ২০১৫ ও ২০১৯ টানা দুটি ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে স্বাগতিক দলের কাছে হেরে শিরোপা থেকে দূরে থাকতে হয়েছে নিউজিল্যান্ডকে। এবারে ভারত ও নিউজিল্যান্ড তাই উভয়েই সতর্ক।

প্রথম ১৫ ওভারে ম্যাচ হারা যাবে না

মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম ব্যাটারদের জন্য স্বর্গ বলেই বিবেচিত। কিন্তু এখানে মাঠে নেমেই আগ্রাসী হওয়া বিপজ্জনক হতে পারে দলগুলোর জন্য। কারণ এই মাঠের বেশ কিছু ব্যাপার রয়েছে, যার প্রভাব পড়তে পারে দলের ফলাফলের ওপর।

যেমন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ২০২৩ বিশ্বকাপে শুরুতে ব্যাট করে গড় রান এসেছে ৬ উইকেটে ৩৫৭, কিন্তু পরে ব্যাট করে এসেছ ৯ উইকেটে ১৮৮।

এর মধ্যে আবার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের সেই ডাবল সেঞ্চুরিও আছে, যা এখন ক্রিকেট ইতিহাসের একটা স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে থাকবে।

এর কারণ নতুন বল ফ্লাডলাইটের আলোর নিচে বেশি সুইং পাচ্ছে এবং দীর্ঘ সময় এর প্রভাব থাকছে। যে কারণে আফগানিস্তানের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া ৯১ রান তুলতে ৭ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল। প্রথম ইনিংসে গড় পাওয়ারপ্লে স্কোর যেখানে ৫২১, দ্বিতীয় ইনিংসে সেটা ৪২৪। পার্থক্যটা সুস্পষ্ট।

ব্যাটাররা প্রথম ইনিংসে যে সুবিধা পান সেটা দ্বিতীয় ইনিংসে পাওয়াটা কঠিনই।

যেহেতু ম্যাক্সওয়েল প্রতিদিন এমন ইনিংস খেলবেন না এবং সব দলে ম্যাক্সওয়েল নেই।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করবেন যারা তাদের খেলতে হবে টেস্ট ম্যাচের মতো।

বিশেষত প্রথম ১৫টা ওভার, যখন বল সবচেয়ে বেশি সুইং পাবে।

এই সময়ের মধ্যে ২ উইকেটের বেশি না হারানোর চেষ্টা করবে রান তাড়া করতে নামা দল।

এক্ষেত্রে ভারত যদি টসে হেরে গিয়ে পরের ব্যাট করতে বাধ্য হয়, ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবারের বিশ্বকাপে যে কায়দায় ব্যাট চালাচ্ছেন সেটা হয়তো তিনি পারবেন না বা করবেন না।

স্যান্টনার কতোটা ভয়ংকর?

রোহিত শর্মা দ্রুত আউট হয়ে গেলে ভারতের জন্য কঠিন একটা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

কারণ ভারতের দলে ডান হাতি ব্যাটারদের ছড়াছড়ি এবং নিউজিল্যান্ডের অন্যতম সেরা অস্ত্র এই বিশ্বকাপে বাহাতি মিচেল স্যান্টনার।

মিচেল স্যান্টনারের বল আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ মনে হতেই পারে, খুব রহস্যের কিছু নেই, খুব বড় টার্নও তিনি করাননা।

স্যান্টনারের মূল শক্তি লাইন লেন্থ ঠিক রাখা এবং ব্যাটারের মনে ঢুকে পড়া।

২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্যান্টনার ভারতের বিপক্ষে ৩৪ রান দিয়ে ২টি উইকেট নিয়েছিলেন, ১০ ওভারে দিয়েছিলেন ২টি মেইডেন ওভার।

এবারও গ্রুপ পর্বের দেখায় ১০ ওভারে ৩৭ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছেন এই বাহাতি স্পিনার।

এবারের বিশ্বকাপে ১৬ উইকেট নিয়েছেন স্যান্টনার যার মধ্যে ১৫জনই ডান হাতে ব্যাট করেন। ভারতের এই ব্যাটিং লাইন আপে রাভিন্দ্রা জাদেজার আগে কোনও বাহাতি ব্যাটার নেই।

ভারতের ব্যাটাররা চেষ্টা করবেন স্যান্টনারের হাতে উইকেট না দিতে, তাকে দেখে শুনে খেলতে।

জাদেজার দিকে তাকিয়ে থাকবে ভারত

স্যান্টনার ও রাভিন্দ্রা জাদেজা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দল চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলেছেন একসাথে।

শেষবার যখন দুজন একসাথে চেন্নাইয়ের জার্সি গায়ে মাঠে নেমেছিলেন রোহিত শর্মার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে ধসিয়ে দিয়েছিলেন প্রায়, ৮ উইকেটের ৫টিই নিয়েছিলেন জাদেজা‌স্যান্টনার জুটি। স্যান্টনার ইএসপিএনক্রিকইনফোকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, জাদেজা খুব সহজ কাজ করে ব্যাটারদের বোকা বানায় এটা অনেক সময়ই টেনশনের বিষয়। একই জায়গায় বলের পর বল করে যেতে পারেন, কিছুটা স্কিড করে বল, কিচুটা স্পিন, তাতেই কাজ হয়ে যায়।

বিশ্বকাপে যারা ওভারপ্রতি চারের নিচে রান দিচ্ছেন তারা সবাই ভারতের।

জাদেজা তাদেরই একজন, তিনি এবারের বিশ্বকাপে ৩.৯৭ ইকোনমি রেটে বল করে ১৬ উইকেট নিয়েছেন।

বড় ম্যাচে বড় উইকেট নেয়ার ক্ষেত্রে জাদেজা পটু।

ইনিংসের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাটারদের ওপর আধিপত্য ধরে রাখার ক্ষেত্রে ভারতের বোলাররাই এবারের বিশ্বকাপে সেরা।

ম্যাট হেনরিকে মিস করবে নিউজিল্যান্ড

২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের স্মৃতি ভারতের ক্রিকেটারদের মনে এখনও দগদগে ক্ষত হিসেবেই রয়েছে।

সেদিন ২৪০ রান তাড়া করতে নেমে ভারত ৩ রানে ৩ উইকেট হারিয়েছিল।

খেলাটি দুই দিন ধরে হয়েছিল বৃষ্টির কারণে।

এই ম্যাচে ভারতের ব্যাটিংয়ের টপ অর্ডারে ভাঙ্গন ধরিয়েছিলেন ম্যাট হেনরি।

এবারের বিশ্বকাপেও ম্যাট হেনরি দারুণ শুরু করেছিলেন কিন্তু তিনি চোটের কারণে দল থেকে ছিটকে গেছেন।

তার জায়গায় খেলবেন টিম সাউদি।

চলতি বিশ্বকাপে টিম সাউদি বা ট্রেন্ট বোল্ট কেউই তাদের সেরাটা দিতে পারেননি।

টানা পঞ্চম ওয়ানডে বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল খেলতে নামা নিউজিল্যান্ডের ফাস্ট বোলার লকি ফার্গুসন বলেন, ম্যাট হেনরির না থাকাটা হতাশাজনক। তবে সাউদির অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে দেবে, তিনি টেস্ট ও টি‌টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক ভারতে অনেক ম্যাচ খেলেছে।

জসপ্রিত বুমরাহকে খেলা এখন যে কোনও ব্যাটারের জন্য কঠিন, বিশ্বের যে কোনও ব্যাটারই তার বলের মুখোমুখি হওয়ার আগে খানিকটা বাড়তি সতর্ক থাকবেন।

২০২৩ বিশ্বকাপে ৯ ম্যাচ বল করেছেন তিনি ৩.৬৫ ইকোনমি রেটে।

এই যুগের ক্রিকেটের হিসেবে অবিশ্বাস্য একটা সংখ্যা এটা।

পাওয়ারপ্লে হিসাব করলে সংখ্যাটা আরও কমে আসে,২.৯৫ রান দিয়েছেন তিনি প্রথম দশ ওভারে।

ওয়ানডে ক্রিকেট দূরের কথা, এই সংখ্যাগুলো এখন টেস্ট ক্রিকেটেও অনেক সময় দেখা যায়না।

একই সাথে তিনি ৯ ম্যাচেই উইকেট পেয়েছেন।

প্রায় ৭৩ ওভার বল করে জসপ্রিত বুমরাহ ২৬৬ রান দিয়ে ১৭টি উইকেট নিয়েছেন।

বুমরাহ দীর্ঘ সময় চোটের সাথে লড়াই করে ফিরেছেন ২০২৩ সালের এশিয়া কাপের আগে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে।

এরই মধ্যে তিনি প্রমাণ করেছেন কেন তিনি ভারতের এই দলটার জন্য এতো গুরুত্বপূর্ণ একজন ক্রিকেটার।

বেলফোর ঘোষণা কীভাবে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস বদলে দিয়েছিল

ইসরায়েল (ওয়েবডেস্ক)ঃ এক টুকরো কাগজে লেখা ৬৭টি শব্দ বিশ্বে এমন এক কঠিন বৈরিতার জন্ম দিয়েছিল যা আধুনিক সময়ে এসেও সমাধান করা সম্ভব হয়নি।

ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে চলমান সংঘাতের মধ্যেই এই বেলফোর ঘোষণার ১০৬ বছর পূর্ণ হয়েছে।

সাতষট্টি শব্দের এই নথি, ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করে এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসকে চিরতরে বদলে দেয়।

দোসরা নভেম্বর ১৯১৭

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ সরকার প্রথমবারের মতো ইহুদি জনগণের জন্য ফিলিস্তিনে একটি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রতি তাদের সমর্থন জানায়।

এটি সেই সময়কার কথা যখন ফিলিস্তিন অঞ্চলটি ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অর্থাৎ ওই ভূখণ্ডের প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের হাতে ছিল।

ইসরায়েলিরা এই বেলফোর ঘোষণাকে আজকের আধুনিক ইসরায়েল গঠনের ভিত্তি বলে মনে করে।

অন্যদিকে আরব বিশ্বের একাংশ মনে করে এই নথির মাধ্যমে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।

কেননা এই ফিলিস্তিন অঞ্চল একসময় অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ব্রিটিশ সরকার যখন অটোমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে তখন আরবরা ব্রিটিশদের সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিল।

তাই বেলফোর ঘোষণাকে তারা পিঠে ছুরিকাঘাতের মতো মনে করে। বেলফোর ঘোষণার পর, ইহুদি অভিবাসীরা ফিলিস্তিন অঞ্চলে ভিড় করতে থাকে।

বেলফোর ঘোষণায় কী আছে

তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর এই ঘোষণাপত্রটি একটি সিল করা খামে ব্যারন লিওনেল ওয়াল্টার রথসচাইল্ডের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

ব্যারন লিওনেল তখন ব্রিটেনে বসবাসকারী ইহুদি সম্প্রদায়ের একজন বড় নেতা ছিলেন।

ওই চিঠিতে লেখা ছিল

প্রিয় লর্ড রথসচাইল্ড

মহামান্য সরকারের পক্ষ থেকে, নিম্নলিখিত এই বিবৃতিটি আপনাকে পাঠাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জায়নবাদী ইহুদি জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার সমর্থন দেয়া এই বিবৃতিটি মন্ত্রিসভায় পেশ করা হয়েছে এবং মন্ত্রিসভায় তা অনুমোদিত হয়েছে।

'মহামান্য ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদি জনগণের জন্য একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে, তবে এটাও নিশ্চিত করা হচ্ছে যে, এমন কিছু করা উচিত হবে না যা ফিলিস্তিনে অবস্থানরত অইহুদি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার কিংবা অন্য দেশে বসবাসকারী ইহুদিরা যে অধিকার এবং রাজনৈতিক মর্যাদা ভোগ করছে, তার কোন হানি হয়।'

আপনি যদি জায়নবাদী ফেডারেশনের কাছে এই ঘোষণা পৌঁছে দেন তাহলে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।

আর্থার জেমস বেলফোর

আর্থার জেমস বেলফোর কে ছিলেন

বেলফোর ঘোষণার নামকরণ করা হয়েছিল আর্থার জেমস বেলফোরের নামে। তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জের মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন।

ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থার নেতৃস্থানীয় সদস্য, ধনাঢ্য এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে আসা আর্থার জেমস বেলফোর, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করার সাথে সাথে কনজারভেটিভ পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে পার্লামেন্টে যোগ দেন।

স্কটিশ বংশোদ্ভূত, বেলফোর ১৯০২ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

তিনি তার কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেশটির পররাষ্ট্র নীতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোয় ব্যয় করেন। বেলফোর এই ধারণাটি প্রচার করেছিলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের উচিত জায়নবাদ অর্থাৎ ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে নিরঙ্কুশ সমর্থন দেওয়া।

জায়নিজম বা জায়নবাদ হল উনবিংশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপে উদ্ভব হওয়া এক রাজনৈতিক আন্দোলন। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এই আন্দোলনের উদ্ভব হয়।

এই ভূখণ্ডকে ইহুদিরা তাদের প্রাচীন ভূমি বলে মনে করে। বেলফোরকে কৃতিত্ব দেয়া হয় এই কারণে যে তিনি এই ঘোষণা পত্র জারি করার জন্য যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভাকে রাজি করিয়েছিলেন।

এজন্য তিনি যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী ইহুদি নেতা যেমন চাইম ওয়েইজম্যান এবং লিওনেল ওয়াল্টার রথসচাইল্ডের সমর্থন পেয়েছিলেন।

যদিও অনেকের মতে, তিনি একজন খ্রিস্টান জায়োনিস্ট বা খ্রিস্টান ইহুদিরাষ্ট্রপন্থী ছিলেন।

মূলত ওল্ড টেস্টামেন্ট বা বাইবেলের প্রথম সংস্করণে ইহুদিদের ইতিহাস পড়ে তার এই বিষয়ে আগ্রহ জন্মায়।

তবে অনেকের ধারণা, বেলফোর রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য একটি কৌশলগত কারণে জায়নবাদী প্রকল্পকে সমর্থন করেছেন।

লিওনেল ওয়াল্টার রথসচাইল্ড কে ছিলেন

ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ বেলফোর এই ঐতিহাসিক চিঠিটি ব্যারন লিওনেল ওয়াল্টার রথসচাইল্ডের কাছে পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটি লন্ডনে তার বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল।

ওয়াল্টার রথসচাইল্ড সেই সময় ব্রিটেনের একটি শক্তিশালী ব্যাংকিং পরিবারের ইংরেজ শাখার প্রধান ছিলেন এবং ব্রিটেনে বসবাসকারী ইহুদি সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট নেতাও ছিলেন।

রথসচাইল্ড আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং পরিবারটি ছিল অত্যন্ত ধনী এবং ফিলিস্তিনে ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় তারাই অন্যতম বড় পৃষ্ঠপোষক ছিল।

ওই পরিবারেরে এক সদস্য ছিলেন এডমন্ড রথসচাইল্ড,যিনি ছিলেন ইহুদীবাদ বা জায়নিজমের একজন একনিষ্ঠ বিশ্বাসী।

তিনি ফিলিস্তিনে ব্যাপক হারে জমি কিনতে শুরু করেন এবং ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে ওই অঞ্চলে ইহুদি বসতি স্থাপনে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেন।

সেই সময়ে রথসচাইল্ড পরিবারের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিগত ধনসম্পদের মালিকানা ছিল। আরও সহজ করে বললে এই পরিবারটি ছিল বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

ইহুদীবাদের জন্য পরিবারটির এই বিপুল পরিমাণ অনুদানকে এতোটাই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হতো যে এডমন্ড রথসচাইল্ডকে দ্য বেনিফ্যাক্টর বা পরোপকারী বলে ডাকা হতো।

১৯১৭ সালে ওয়াল্টার রথসচাইল্ড, তার হাতে বেলফোর ঘোষণা পত্র পাওয়ার আগ পর্যন্ত এই পরিবারটি ইসরায়েলি রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল।

চিঠিটি রথসচাইল্ডকে কেন পাঠানো হয়

অনেকেরই মনে হতে পারে, এই ঘোষণাপত্রটি স্টুয়ার্ট স্যামুয়েলের পরিবর্তে কেন লিওনেল রথসচাইল্ডকে পাঠানো হয়?

স্টুয়ার্ট স্যামুয়েল ছিলেন ব্রিটিশ ইহুদিদের বোর্ড অফ ডেপুটিজের সভাপতি। এই সংগঠনটি ছিল ব্রিটেনে ইহুদিদের প্রতিনিধিত্বকারী সরকারী সংস্থা।

মূলত ওই সময়ে ব্রিটিশ ইহুদিদের 'বোর্ড অব ডেপুটিজে মধ্যে ইহুদিপন্থী ইহুদি এবং জায়নবাদ বিরোধী ইহুদিদের মধ্যে বিভাজন ছিল। অর্থাৎ এক দল ইহুদীবাদের সমর্থনে আর অন্য দল এর বিপক্ষে ছিল।

যেখানে কিনা রথসচাইল্ড পরিবারের কোন আনুষ্ঠানিক পদ ছিল না। তার অবস্থান ছিল নিরপেক্ষ।

কিন্তু বাস্তবে তিনি চাইম ওয়েইজম্যানের মতো সেই সময়ে জায়নবাদপন্থী বা ইহুদিপন্থী ইহুদিদের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের একজন ছিলেন।

যেহেতু বেলফোরের সাথে রথসচাইল্ডের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। তাই তিনি এই চিঠিটি ধনাঢ্য ব্যাংকার রথসচাইল্ডকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন।

আবার এটাও বলা হয় যে রথসচাইল্ড নিজেই এই ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরির সাথে জড়িত ছিলেন, যদিও এই দাবির সমর্থনে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বেলফোর ঘোষণার কয়েক বছর পর ১৯২৫ সালে, রথসচাইল্ড ব্রিটিশ ইহুদিদের বোর্ড অফ ডেপুটিজের সভাপতি হন। যা যুক্তরাজ্যের ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান সংস্থা।

চিঠির উদ্দেশ্য কী ছিল?

ব্রিটিশ সরকার আশা করেছিল যে এই ঘোষণার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ইহুদিরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮) মিত্র শক্তির পাশে থাকতে রাজি হবে। ব্রিটিশ নেতারা এবং কতিপয় ইতিহাসবিদ মনে করতেন, ইহুদি সম্প্রদায়ের যথেষ্ট পরিমাণ অর্থনৈতিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ছিল, যা তাদেরকে যুদ্ধ জয়ী হতে সাহায্য করবে।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, প্রথম যুদ্ধের পর ব্রিটেনও মধ্যপ্রাচ্যে তাদের একটি শক্ত অবস্থান ধরে রাখতে চেয়েছিল। ওই চিঠিটি লেখার পেছনে উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠন এবং পরবর্তীতে ওই অঞ্চল থেকে লাখ লাখ ফিলিস্তিনির বাস্তুচ্যুত হওয়ার পেছনে এই বেলফোর ঘোষণার বড় ধরনের প্রভাব ছিল। ইসরায়েলিদের জন্য, বেলফোর ঘোষণাটি এমন একটি নথি ছিল যা ইসরায়েলিদের দাবি করা প্রাচীন ভূমিতে ওই জাতির বিকাশ লাভের স্বপ্নকে পূরণ করেছে। অন্যদিকে ফিলিস্তিনিদের জন্য এই বেলফোর ঘোষণা এমন এক দুঃসময় ডেকে আনে যা আজও অব্যাহত রয়েছে। এমনকি ফিলিস্তিনিরা সমালোচনা করে যে, ওই নথিতে তাদের শুধুমাত্র ফিলিস্তিনে বিদ্যমান অইহুদি সম্প্রদায় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নাম পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পর, বেলফোর ঘোষণাটি মিত্রশক্তির সমর্থন পায়। সে সময় ফিলিস্তিনকে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

১৯২২ সালের জুলাইয়ে লীগ অফ নেশনস ওই অঞ্চলে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অনুমোদনও দেয়।

লীগ অফ নেশনস ছিল জাতিসংঘের পূর্ববর্তী একটি সংস্থা। এই অনুমোদনের মাধ্যমে ব্রিটেন আনুষ্ঠানিকভাবে ওই অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব পায়।

১৯৩০ এর দশকে, এই অঞ্চলে বসবাসকারী আরবরা ক্রমবর্ধমান ইহুদি জনসংখ্যা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু করে।

এতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংসতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

বিক্ষোভ প্রশমিত করতে গিয়ে, ব্রিটেন ইহুদি অভিবাসনের ওপর কোটা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদি গণহত্যা বা হলোকাস্টের ভয়াবহতা প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের চাপ বাড়তে থাকে।

এদিকে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে মধ্যরাতে, ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের মেয়াদ শেষ হয় অর্থাৎ ওই অঞ্চলে ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটে।

ব্রিটিশরা আনুষ্ঠানিকভাবে এই অঞ্চলটি ছেড়ে যায়। একই দিনে ইসরাইল তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

টুকরো খবর

৫৩ তে ৫০ এর ছোঁয়া, সিকিমের চারধাম মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে ধূপগুড়ির এসটিএস ক্লাবের পুজো মণ্ডপ

জলপাইগুড়িঃ জলপাইগুড়ি জেলা তথা উত্তরবঙ্গের মধ্যে বিগ বাজেটের কালীপুজো গুলির মধ্যে অন্যতম ধূপগুড়ির এসটিএস ক্লাবের কালীপুজো। প্রতিবছর মন্ডপ সজ্জায় চমক দেয় এই ক্লাব। তাই দূর দূরান্তের দর্শনার্থীরা কালি পুজোয় ভিড় জমান ধূপগুড়িতে। এবছর এসটিএস ক্লাবের ৫৩ তম শ্যামা পুজো উৎসব। ৫০ তম বর্ষে পদার্পণের সময় ছিল করোনা অতিমারি। সেজন্য বিগত বছরে তেমন বিগ বাজেটের পুজো করেনি ক্লাব। তবে এবছর ৫৩ বছরে থাকছে ৫০ এর বিশেষ চমক দাবি ক্লাব সদস্যদের। সিকিমের চারধাম মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে সুবিশাল পুজো মন্ডপ। পূর্ব মেদিনীপুরের শিল্পীরা জন্মাষ্টমীর দিন থেকে পুজো মন্ডপ তৈরীর কাজ শুরু করেছে। পূজা মন্ডপের পাশাপাশি প্রতিমা এবং আলোকসজ্জাতেও থাকছে বিশেষ চমক। আগামী ১০ নভেম্বর পুজো মন্ডপের দ্বারোদঘাটন তাই জোরকদমে চলছে মন্ডপ তৈরির কাজ। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে দর্শনার্থীদের বিগ বাজেটের পুজো উপহার দিতে পারেনি ক্লাব তাই এবছর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের ছোঁয়া থাকছে এবার পুজোয়। দর্শনার্থীদের প্রত্যাশা মতোই এবারের আয়োজন।প্রতিবছরের মতো এবছরও দর্শনার্থীদের ব্যাপক সাড়া মিলবে বলে আশাবাদী ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

কালীপুজোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে পৌঁছেছেন বিডিও ও যুগ্ম বিডিও

মালদহ। রতুয়া ২ ব্লকের আড়াইডাঙ্গা অঞ্চলের গোবরজনা কালী মন্দির এর কালীর পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জোরকদমে । এই কালী পূজা কে কেন্দ্র করে দোপাই দফাই হচ্ছে প্রশাসনিক বৈঠক এবং কালীমন্দিরে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা শোনা করছেন প্রক্রিয়া থানার পুলিশ ওসি গৌতম চৌধুরী সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসারেরা। মন্দিরে সেবা এর শ্যামাপদ চৌধুরী জানান যে পূর্বে এই কালী মন্দির এলাকাতে রাজপুত্রের বাস ছিল প্রায় সাড়ে ৩০০ বছর পুরনো এই গোবরজোনা কালী পূজা বর্তমান এই পুজো করে আসছেন চৌধুরী পরিবার পুরনো রীতি মেনেই গুলি ফায়ার করে কালীপুজোর দিন কাঁধে করে নিয়ে মন্দিরের নিয়ে আসেন মাকে। তারপর পুজ পাট এরপর শুরু হবে বলিদান এবং কালীপুজোর পরের দিন পাশের কালিন্দ্রী নদীতে বিসর্জন করা হবে এই পুজোকে কেন্দ্র করে পুলিশের নিরাপত্তা থাকে অটো ছোট এটি পূর্বে ই এই মন্দির পরিদর্শন এ আছেন পুকুরিয়া থানার ওসি গৌতম চৌধুরী ব্লকের ভিডিও শেখর সেরপা ট্রাস্ট্রি ত্তএঞ্চল কল্যাণ আশীষ দাস জেলা পরিষদ প্রাক্তন পূর্ত কর্মদক্ষ শামসুল হক পঞ্চায়েত সমিতি প্রাক্তন সভাপতি সুব্রত কর্মকার প্রমুখ (পুজোর জন্য শান্তিপূর্ণ ভাবে হয় এবং ভক্তদের জন্য কোন রকম অসুবিধা না হয় সেই বিষয়গুলি নিয়ে কয়েক দফা বৈঠক করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের নানা স্তনের দুর্নীতির প্রতিবাদে মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ দিলীপ ঘোষ

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ আজ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের নানা স্তনের দুর্নীতির প্রতিবাদে মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ শ্রী দিলীপ ঘোষ।

কথাতেই আছে গুন যতই থাকুক না কেন তা ঠিকই প্রকাশ পাবেই। বয়স তো নিমিত্ত মাত্র। তবে এই কথা শুনে প্রবাদ মনে পড়লেও কথাটাকে সত্যি প্রমাণ করলো দু বছর ৭ মাস বয়সী এক একরত্তি

কলকাতা কথাতেই আছে গুন যতই থাকুক না কেন তা ঠিকই প্রকাশ পাবেই। বয়স তো নিমিত্ত মাত্র। তবে এই কথা শুনে প্রবাদ মনে পড়লেও কথাটাকে সত্যি প্রমাণ করলো দু বছর ৭ মাস বয়সী এক একরত্তি। মাত্র ১ মিনিট ৫০ সেকেন্ডে ১০০টি দেশের রাজধানির নাম বলে ইন্ডিয়ার বুক অফ রেকর্ড তৈরি করলো বর্নাভ দাস।বাবা প্রীতম দাস। পেশায় একজন ব্যবসায়ী। মা ঈশিতা ঘোষ ছিলেন একজন আইনজীবী। একমাত্র ছেলে বর্নাভর ভবিষ্যত গড়তে তৎপর বাবা মা দুজনেই। সারাদিন পড়াশুনোর পাশাপাশি খেলাধুলো করে কাটে দিন বর্ণাভর। সোদপুর পানশিলা এলাকার বাসিন্দা বর্ণাভ দাস। আজ ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড তৈরি করে তাক লাগিয়েছে গোটা দেশের কাছে। শ্রীলঙ্কার রেকর্ডকেও হার মানিয়ে দিয়েছে ছোট্ট বর্ণাভ। আগামীতে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের দরবারে রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যে ছোট্ট বর্ণাভ। খেলার ছলে পড়াশুনো করতে করতে কাটে দিন। সকাল থেকে রাত অবধি মায়ের সাথে গল্পের ছলে ১০০ টি দেশের রাজধানীর নাম মুখস্থ করে মাত্র ১ মিনিট ৫০ সেকেন্ডে বলে ইন্ডিয়ার বুক অফ রেকর্ড গড়েছে সে। সোদপুর ইউরো কিডসে পড়াশোনা নিয়ে সময় কাটে দিনের বেশিরভাগ সময়। বাকি সময় বছর ২ এর শিশু বর্ণাভ মায়ের সাথে খেলার ছলে পড়াশুনো করে কাটায় দিন। কেবল দেশের রাজধানীর নাম নয়। মায়ের সাথে সাথে সাধারণ জ্ঞান মূলক নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেও এক মুহুর্ত সময় নস্ট করছে না সে। শুভ কামনা আমাদের পক্ষ থেকেও।

কালীপুজোর রাতে ১০৮ টা নরমুন্ডকে নিয়ে জাগানো হয় শ্মশান

মন্দিরবাজার ঃ আদিগঙ্গার পাড়ে কয়েকশো বছরের প্রাচীন মন্দিরবাজারের দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশান। এই শ্মশানেই আগে ভিড় জমাতেন তান্ত্রিক ও সাধকরা। শব সাধনায় বসতেন অনেকেই। এখনও শ্মশানে ঢুকলে গা ছমছমে পরিবেশ। স্থানীয়দের বিশ্বাস, তান্ত্রিকদের সাধনার জোরে আজও রাতের অন্ধকারে জেগে ওঠে শ্মশান। ঘোরাফেরা করে অপঘাতে মৃতদের আত্মা। ১১০ বছর আগে এই শ্মশান লাগোয়া জঙ্গলেই টালির ছাউনির নীচে কালী পুজো শুরু করেছিলেন তান্ত্রিক মণিলাল চক্রবর্তী। ১০৮ টি নরমুণ্ড দিয়ে চলত তন্ত্র মতে দেবীর উপাসনা। সেই থেকেই শ্মশানে পূজিত হয়ে আসছেন মা করুণাময়ী কালী। শ্যামাকালী পুজোর দিন আজও এলাকার হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান এই মন্দিরে। স্থানয়ীদের মুখে মুখে প্রচলিত আছে, তন্ত্রের দীক্ষা নিয়ে শ্মশানে সাধনা শুরু করেছিলেন ব্রাহ্মণ যুবক মণিলাল। কালীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে শ্মশান লাগোয়া জঙ্গলের মধ্যে পুজো শুরু করেন তিনি। দেবী নিত্য পূজার ইচ্ছা প্রকাশ করলে পাকাপাকি ভাবে তৈরি করা হয় মন্দির। দেবী মূর্তির পিছনে বসানো হয় ১০৮ টি নরমুণ্ড। সামনে পঞ্চমুণ্ডির আসন। এখানে তন্ত্র মতে দেবীকে পুজো দেওয়া হলেও কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ বলি। কালীপুজোর দিন মদ, কাঁচা মাংস ও ছোলা দিয়ে পুজো করা হয় ডাকিনী যোগিনীকে। দেওয়া হয় শিয়াল ভোগও। গভীর রাতে মন্দিরের সেবাইত শ্মশান জাগানোর খেলায় মেতে ওঠেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে।মণিলালের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর পুত্র সত্তরোর্ধ্ব শ্যামল চক্রবর্তী মন্দিরের দায়িত্ব সামলে আসছেন। তিনিই এখন প্রধান সেবাইত। শ্যামলবাবু জানান , ''বাবার মৃত্যুর পর কাকা ফণীভূষণ চক্রবর্তীর কাছ থেকে তন্ত্রের শিক্ষা নিতে থাকি। তাঁরই হাত ধরে গুপ্তবিদ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু হয়। পরে করুণাময়ী মন্দিরে মায়ের নিত্য পূজা শুরু করি।''

'ডলার সংকটে আবারো অস্থিতিশীল আলু ও চিনির বাজার'

ঢাকা ঃ দ্রব্যমূল্যে ডলার সংকটের প্রভাব নিয়ে বণিক বার্তার প্রধান শিরোনাম, 'ডলার সংকটে আবারো অস্থিতিশীল আলু ও চিনির বাজার'। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, আমদানি শুরুর পর নিম্নমুখী হয়ে উঠেছে আলুর দাম। চিনির বাজার নিয়ন্ত্রণে আমদানি শুল্ক নামিয়ে আনা হয়েছিল অর্ধেকে। এরপরও বাজারে আবারো অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে পণ্য দুটির দাম। গত তিনদিনে আলুর দাম বেড়েছে কেজিতে ১০ টাকা। নির্ধারিত দামের চেয়ে ১৫-২০ টাকা বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে চিনি। এজন্য ডলারের সংকটকে দায়ী করে ব্যবসায়ীরা বলছেন, একদিকে প্রয়োজনমত ঋণপত্র (এলসি) খোলা যাচ্ছে না। সেইসাথে আমদানিতে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের কারণে এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে আলু ও চিনির বাজারদরে। খবরে বলা হয়েছে, অব্যাহত দর বৃদ্ধির মুখে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর আলুর কেজিপ্রতি মূল্য ৩৫-৩৬ টাকা নির্ধারণ করে দেয় সরকার। যদিও বাজারে এখন কোনো প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। আবার বাজারে চিনিও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে না। যেসব দোকানে পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে তা বিক্রি হচ্ছে ১৪৫-১৫০ টাকা কেজি দরে। যদিও ১০-১২ দিন আগে প্রতি কেজি চিনি ১৩০-১৩৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। দেশের বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো চিঠি নিয়ে দৈনিক যুগান্তরের প্রধান শিরোনাম, 'শর্তহীন সংলাপে বসার আহ্বান ৩ দলকে'। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সোমবার বিএনপি ও জাতীয় পার্টিকে এসম্পর্কিত চিঠি দেওয়া হয়েছে।

গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল এখন কবরস্থান ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

গাজা (এজেন্সী) ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হুশিয়ার করে বলেছে, গাজায় থাকা সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আলশিফা এখন প্রায় 'একটি কবরস্থান'। যার ভেতরে এবং বাইরে মরদেহ জড়ো করে রাখা হয়েছে।

গাজার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত আলশিফা হাসপাতালটি গত কয়েক দিন ধরে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে ফ্রন্টলাইন বা সম্মুখ সারিতে পড়ে গেছে।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ দাবি করেছে, গাজার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত আলশিফা হাসপাতালটির নিচে সুড়ঙ্গে একটি কমান্ড-অ্যান্ড কন্ট্রোল কেন্দ্র পরিচালনা করছে হামাস। তবে এ দাবি অস্বীকার করেছে হামাস ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মুখপাত্র ক্রিস্টিয়ান লিন্ডমিয়ার বলেছেন, এই মূহুর্তে হাসপাতালটিতে প্রায় ছয় শতাধিক মানুষ আটকে পড়েছেন। হলগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন আরো অনেক মানুষ।

তিনি বলেন, হাসপাতালের চারপাশে মরদেহ পড়ে আছে, যাদের দাফন করা যাচ্ছে না বা সরিয়ে অন্য কোথাও মর্গে নেয়াও যাচ্ছে না।

লিন্ডমিয়ার আরো বলেন, হাসপাতালটির যেভাবে কাজ করা দরকার এটি আর সেভাবে কাজ করতে পারছে না। এটা এখন প্রায় একটি কবরস্থান।

চিকিৎসকরাও জানিয়েছেন, হাসপাতালে মরদেহ জড়ো করে রাখা হয়েছে এবং সেগুলো পঁচতে শুরু করেছে।

আলশিফার চিকিৎসক ডা. মোহামেদ আবু সেলমিয়া বিবিসিকে বলেছেন, ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ এখনো পঁচতে থাকা মরদেহগুলো হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নিয়ে দাফন করার অনুমতি দেয়নি।

এর মধ্যে কুকুরগুলো হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ঢুকে মরদেহগুলো খেতে শুরু করেছে।

এছাড়া আরো কয়েক ডজন অপরিণত নবজাতকের জীবন নিয়েও শঙ্কা তৈরি হচ্ছে কারণ বিদ্যুৎ না থাকার কারণে তাদেরকে আর ইনকিউবেটরে রাখা যাচ্ছে না।

সেলমিয়া জানিয়েছেন, ওই শিশুদের মধ্যে সাতটি শিশু

অক্সিজেনের অভাবে এরইমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা মার্ক রেগেভ বলেছেন, ইসরায়েল হাসপাতাল থেকে শিশুদের সরিয়ে নেয়ার বাস্তবসম্মত সমাধান দিয়েছে কিন্তু হামাস তাতে রাজি হচ্ছে না।

আলশিফার সাথে সাথে গাজার অন্য হাসপাতালগুলো থেকেও নানা ধরণের অভিযোগ আসছে। চলমান সংঘাত এবং ইসরায়েলের নিষেধাজ্ঞার কারণে এসব হাসপাতালে চিকিৎসা সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ পৌছাচ্ছে না বলে জানা যাচ্ছে। গত সাতই অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর থেকে এই সংঘাত চলছে।

ইসরায়েলি হামলায় জিম্মি নিহতের দাবি হামাসের

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান মুখপাত্র, গত সাতই অক্টোবর হামাসের অপহরণের পর নিহত ১৯ বছর বয়সী নেয়া মার্সিয়ানোর পরিবারের প্রতি বাহিনীর পক্ষ থেকে সমবেদনা জানিয়েছেন।

স্যোশাল মিডিয়ায় প্রচারিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, মার্সিয়ানো নিজের পরিচয় দিচ্ছেন এবং বলছেন তিনি চার দিন ধরে জিম্মি রয়েছেন। তার মানে হলো এই ভিডিওটি ১০ কিংবা ১১ই অক্টোবর রেকর্ড করা হয়েছিল।

এরপর স্বাভাবিক ভাবেই জিম্মিদের ভিডিওর ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয় যে, ভিডিওতে তিনি যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো আসলে তার নিজের কথা নয় এবং সেগুলো চাপের মুখে রেকর্ড করা হয়েছে।

এরপর ফুটেজ কাট করে একটি স্পর্শকাতর চিত্র দেখানো হয় যেখানে একজন তরুণীর মরদেহ দেখা যাচ্ছে।

হামাসের সামরিক শাখা ইজেডিন আলকাসাম ব্রিগেড বলেছেন, গত নয়ই নভেম্বর ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর বিমান হামলায় মার্সিয়ানো নিহত হয়েছে।

তার মৃত্যু সম্পর্কে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে কোন ধরণের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি।

আইডিএফ এর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি বলেছেন, তারা মার্সিয়ানোর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

হাগারি বলেন, আইডিএফ এর একজন প্রতিনিধি তাদের বাড়িতে যায় এবং তাদেরকে অনলাইনে প্রচার হওয়া ভিডিও সম্পর্কে অবহিত করে।

ইসরায়েলি মুখপাত্র বলেন, হামাস মানসিক ভয়কে ব্যবহার করে আসছে এবং তারা অমানবিক ব্যবহার করে। অতীতের মতোই তারা চুরি করা ভিডিও এবং ছবি ব্যবহার করে।

ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাস্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেছেন যুক্তরাজ্যের নতুন নিয়োগ পাওয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন।

তার নতুন অফিস থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় করা এক পোস্ট থেকে জানা যায়, সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েলের নিজেকে রক্ষা করার অধিকার এবং গাজায় মানবিক বিরতি দিয়ে গাজায় নিরাপদে ত্রাণ পৌঁছানোর বিষয়ে আলোচনা করেন।

তারা ইউক্রেন নিয়ে তাদের সমর্থনের কথা তুলে ধরেন এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতার বিষয়ে আলোচনা করেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর উল্লেখ করেছে যে মি. ব্লিঙ্কেন এবং মি. ক্যামেরন যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের বিশেষ সম্পর্কের ধারাবাহিকতা এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তায় এর গুরুত্ব সম্পর্কে জোর দিয়েছেন।

হামাসের হাতে জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়ে জেরুসালেমে জড়ো হয় স্বজনরা।

গাজায় নিহত জাতিসংঘের কর্মীদের স্মরণে এক মিনিটের নিরবতা পালন করেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এবং দুই রাষ্ট্রের সমাধানের প্রতি যুক্তরাজ্যের সমর্থন জোরদার

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের সবার আগে জরুরী বিষয়টি হচ্ছে গাজার ভোগান্তিকে সামনে নিয়ে আসা এবং এই অঞ্চলে ভবিষ্যতে দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে কাজ করা।

মি. সুনাক বলেন, নতুন একটি রাজনৈতিক দিগন্ত তৈরি করতে আমাদের আরো কাজ করতে হবে।

তিনি দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সমাধানে পৌঁছানোর বিষয়ে একমত হওয়ার আহ্বান জানান এবং একে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠায় এটিই একমাত্র উপায় বলে উল্লেখ করেন।

মি. সুনাক বলেন, তিনি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে 'জোরদার' করতে গুরুত্বপূর্ণ, বাস্তব এবং দীর্ঘস্থায়ী সমর্থন দিতে প্রস্তুত রয়েছেন।

ওই অঞ্চলে হামাসকে মোকাবেলায় এটাই সবচেয়ে ভাল উপায় বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র জানিয়েছেন, গত কয়েক দিনে হামাসের অনেক শীর্ষ নেতা নিহত হয়েছে। এর মধ্যে হামাসের সামরিক গোয়েন্দা শাখার সাবেক প্রধানও রয়েছে।

আইডিএফের ড্যানিয়েল হাগারি বলেন, হামাসের গোয়েন্দা ইউনিটের সাবেক প্রধান মোহাম্মেদ খামিস ডাবাবাস নিহত হয়েছেন।

তিনি ২০০২ সালে একটি সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত ছিলেন যে হামলায় ইসরায়েলি পাঁচজন সেনা নিহত হয়েছিল।

হামাসের আরো যেসব শীর্ষ নেতাকে আইডিএফ হত্যার দাবি করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে খান ইউনিস ব্রিগেডের ট্যাংক বিধ্বংসী বাহিনীর প্রধান ইয়াকুব আশার।

অন্যদের মধ্যে রয়েছে তাহসিন মুসলিম, জিহাদ আজিম এবং মুনির হারিব এরা সবাই হামাসের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিল বলে জানিয়েছেন হাগারি।

এক সংবাদ সম্মেলনে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি বলেছেন, তিনি নিজে গাজায় থাকা রানতিসি শিশু হাসপাতালে গিয়েছিলেন এবং সেখানে 'হামাস যে হাসপাতালকে যুদ্ধের সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করে তার প্রমাণ করতে তিনি কিছু ভিডিও ধারণ করেছেন।

এই ভিডিওকে হামাসের বিরুদ্ধে বাস্তব প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি।

তিনি বলেন, রানতিসি হাসপাতালের নিচে ইসরায়েলি বাহিনী হামাসের একটি পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র খুঁজে পেয়েছে যেখানে আত্মঘাতী বোমার ভেস্ট, গ্রেনেড, একে৪৭ রাইফেল, বিস্ফোরক ডিভাইস, আরপিজি এবং অন্যান্য অস্ত্র, কম্পিউটার এবং অর্থ পাওয়া গেছে।

হাগারি একটি ভিডিও দেখান যেটিকে তিনি একটি সুড়ঙ্গে প্রবেশমুখ বলে উল্লেখ করেছেন এবং এটি একটি স্কুল ও একটি হাসপাতালের পাশে অবস্থিত বলে দাবি করেছেন।

এই সুড়ঙ্গে একটি বৈদ্যুতিক প্যানেল রয়েছে যেটি তার দিয়ে সৌর প্যানেলের সাথে যুক্ত এবং তারগুলো সুড়ঙ্গের ভেতরে প্রবেশ করেছে।

ভিডিওতে একটি গভীর গর্ত দেখা যায় যার একপাশে একটি মই রয়েছে। হাগারি সাংবাদিকদের বলেন, এটা সন্ত্রাসী সুড়ঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়।

গাজার উত্তরাঞ্চলে সংঘাতের তীব্রতা বেড়েছে

গাজা ঃ গাজার উত্তরাঞ্চলে ইসরায়েলি বাহিনীর সাথে হামাস যোদ্ধাদের তীব্র লড়াই চলছে। গত কয়েক দিন ধরে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর স্থল হামলা জোরদার হওয়ার পর থেকে গাজার উত্তরাঞ্চলে সংঘাতের তীব্রতা বেড়েছে। সংঘাতের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি উত্তর গাজার শহর গাজা সিটির হাসপাতালগুলোর আশেপাশে।

ইসরায়েলি বাহিনী বেশ কিছুদিন ধরেই দাবি করে আসছে যে এই হাসপাতালগুলোর নিচে হামাসের টানেলের নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং এসব হাসপাতালকে কেন্দ্র করেই তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

হাসপাতালগুলোর আশেপাশের এলাকায় বেশ কয়েকদিন ধরে তীব্র সংঘাত চলার কারণে কয়েকটি হাসপাতাল কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল শিফা 'আর হাসপাতাল হিসেবে কাজ করছে না' বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

ইসরায়েলি বাহিনীর ক্রমাগত বোমা হামলা ও স্থল আক্রমণ চলতে থাকায় গাজার আরো কয়েকটি হাসপাতালও একই পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে বলে সতর্ক করেছে সংস্থাটি।

গাজা সিটির আল শিফা হাসপাতালে এতদিন বোমা না ফেললেও হাসপাতালটির ৫০ থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে বেশ কয়েকদিন ধরেই বোমা হামলা করে আসছিল ইসরায়েলি বাহিনী। তবে গত কয়েকদিন ধরে ঐ হাসপাতালের ভেতরে থাকা স্থাপনায় বোমা হামলা করার পাশাপাশি হাসপাতালের আশেপাশে স্থল হামলার তীব্রতাও বাড়িয়েছে তারা।

রবিবার জাতিসংঘ জানিয়েছে অক্সিজেন প্রস্তুতকারী যন্ত্র, পানির ট্যাংক, ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ড ও হৃদরোগ বিভাগ সহ হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বোমা হামলায় ধ্বংস হয়েছে।

চলমান সংঘাতের মধ্যে রবিবার আল ঐ হাসপাতালের তিনজন নার্সও মারা গেছেন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ।

সাতই অক্টোবর হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে ১০১ জন জাতিসংঘ কর্মী নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস আইডিএফ সোমবার সকালে জানিয়েছে লেবানন থেকে ইসরায়েলে দুটি মর্টার নিক্ষেপ করা হয়েছে। তবে এই হামলায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

সাতই অক্টোবর ইসরায়েলি বাহিনীর সাথে হামাসের সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন সংঘাত চলছে। লেবাননের শক্তিশালী সশস্ত্র সংগঠন হেজবুল্লাহ ইসরায়েলের উত্তর দিকের সীমানায় থাকা মিলিটারি পোস্টে বেশ কয়েকবার রকেট ও বোমা হামলা চালিয়েছে।

জবাবে ইসরায়েলের বাহিনীও লেবাননের দিকে বেশ কয়েক দফা রকেট ছুঁড়েছে। গত মাসে ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ছয় জন হেজবুল্লাহ সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন।

হেজবুল্লাহর রকেট হামলায়ও এর মধ্যে বেশ কয়েকজন ইসরায়েলি সেনা আহত ও নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

হেজবুল্লাহর শীর্ষ নেতারা বেশ কিছুদিন ধরেই সতর্ক করে আসছেন যে গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলা বন্ধ না হলে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে যেতে পারে।

তবে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে আসলেও এখন পর্যন্ত ইসরায়েলের সীমান্ত অঞ্চলেই হামলা জারি রেখেছে হেজবুল্লাহ।

গাজার ভেতরে থাকা হাসপাতালগুলো যেন রোগীদের চিকিৎসা দেয়া চালিয়ে যেতে পারে তা নিশ্চিত করতে গাজায় 'অর্থপূর্ণ' যুদ্ধবিরতি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

ইউরোপিয়ান কমিশন ফর ক্রাইসিস ম্যানেজমেণ্টের কর্মকর্তা ইয়ানেজ লেনারচিচ সোমবার ব্রাসেলসে এক বৈঠকে মন্তব্য করেন

যে জ্বালানির অভাবে গাজা উপত্যকার অর্ধেকেরও বেশি হাসপাতাল কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে।

সাতই অক্টোবরের পর থেকে গাজায় নতুন করে জ্বালানি প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি।

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র জানায় যে গাজায় প্রতিদিন চার ঘণ্টার জন্য হামলা চালানো থেকে বিরত থাকতে সম্মত হয়েছে ইসরায়েল। কিন্তু ইউরোপীয় কমিশন বলছে 'কার্যকর' যুদ্ধবিরতি না হলে গাজার বাসিন্দাদের দুর্ভোগ লাঘব সম্ভব হবে না। মি লেনারচিচ বলেন, প্রথমত, যুদ্ধবিরতির সময় আগে থেকে ঘোষণা করতে হবে যেন সব প্রতিষ্ঠান আগে থেকে পরিকল্পনা করে তাদের কার্যক্রম চালাতে পারে। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধবিরতির সময়ের সুনির্দিষ্ট হিসেব থাকতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশ রবিবার এক বিবৃতি প্রকাশ করে গাজায় যুদ্ধের 'অতি স্বত্বর মানবিক বিরতি' দেয়ার আহ্বান জানায়। পাশাপাশি গাজার বাসিন্দাদের 'মানব ঢাল' হিসেবে ব্যবহার করার জন্য হামাসের প্রতি নিন্দাও প্রকাশ করা হয় ঐ বিবৃতিতে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে সোমবার গাজার উত্তরাঞ্চলে যুদ্ধ চলাকালীন সময় দুইজন ইসরায়েলি সেনা সদস্য মারা গেছেন।

ইসরায়েলের গণমাধ্যমের হিসেব অনুযায়ী, সাতই অক্টোবর হামাসের সাথে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৪৪ জন ইসরায়েলি সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন। আইডিএফ জানিয়েছে যে হামাসের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান শুরু হওয়ার পর এ পর্যন্ত ৪ হাজার ৩০০ রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে গাজায়।